

# হাইপোথিসিস

আহসান হাবীব



**TOWER HAMLETS  
LIBRARIES**

91000001325620 | BFBA047727

BOOKS ASIA | 19/10/2012

BEN HAB / F | £9.97

THISWH | www.booksasia.co.uk

বাংলাপ্রকাশ

৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট, নিচতলা

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৭১২০৪০৩, ৭১৭০৯০৯

E-mail info@banglaprakash.com

পরিবেশক

লেখক আর পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা

বিদেশে পরিবেশক

রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন

মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ভারত

ডিকে এজেন্সিস (প্রা.) লি., নয়াদিল্লি, ভারত

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

মুদ্রণ

কমলা প্রিন্টার্স

পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

---

Hypothesis Written by Ahshan Habib Published by Engr. Md. Mehedi Hasan,  
Banglaprakash (A concern of Omicon group), 38/2-Kha Tajmahal Market,  
Ground Floor, Banglabazar, Dhaka 1100.

Local Price in BDT : 100.00 Only

Intel. Price in USD \$ 5.00 Only

ISBN 984-300-000-648-8

উৎসর্গ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

(সব সময় মানুষকে বই উৎসর্গ করতে হবে এর কোনো মানে নেই!)

## সূ চি

টুরিস্ট	১১	৩৭	পোলাও ভক্ষণ...
কানমলা	১৩	৪০	ফান
ভুল সবি ভুল	১৬	৪৩	বায়োডাইভারসিটি...
বড় ভাইয়ের জন্মদিন এবং...	১৮	৪৫	মাথায় কাঁঠাল পতন
নোমান সাহেবের কোরবানী	২০	৪৭	তারা তিনজন
টক শো	২৩	৫০	গাধা সমাচার
আবর্জনা	২৫	৫২	শীত
অ্যাকসিডেন্ট	২৭	৫৫	সিরিয়াল কিলার
চিঠি	২৯	৫৭	যুদ্ধ ও মানবিকতা
কোরবানীর গুরু অতঃপর...	৩১	৫৯	হাইপোথিসিস
জনৈক কবি	৩৩		

## টুরিস্ট

‘এ শহর টুরিস্টের কাছে পাতে হাত...’

কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতার লাইন। সেদিন দেখি এই শহরের এক ভিক্ষুক এক ধবধবে সাদা চামড়ার টুরিস্টের কাছে হাত পেতে বলছে, ‘হ্যালো মিঃ গিভ ফাইভ ডলার...’

বিদেশি টুরিস্ট অবশ্য না শোনার ভান করে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে। ঢাকার ভিক্ষুক অবশ্য পিছু ছাড়ছে না। সুপার গুর মতো লেগে আছে টুরিস্টের পিছে আর ভাঙা রেকর্ডের মতো বলছে, ‘হ্যালো মিঃ গিভ ফাইভ ডলার...’ ‘হ্যালো মিঃ গিভ ফাইভ ডলার...’

এই টুরিস্ট এর কাছে আমরা আরেকটু পরে আসছি। আপাতত একে ছেড়ে আমরা আরেক টুরিস্টের কাছে যাই।

এই টুরিস্ট গেছে এক দরিদ্র দেশে (বাংলাদেশ না কিন্তু। কারণ বাংলাদেশ দারিদ্রকে ইতোমধ্যে মিউজিয়ামে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছে!) গিয়ে দেখে রাস্তায় বিরাট গোলমাল। মিছিল হচ্ছে। মিছিলকে প্রতিহত করছে পুলিশ। স্কিণ্ড মিছিলকারীরা পুলিশের দিকে ইট পাটকেল মারা শুরু করল। বিষয়টা বিদেশি টুরিস্টের পছন্দ হল না। সে এগিয়ে গেল একজন ইট নিক্ষেপকারীর দিকে।

আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

কি কইবেন জলদি কন। আরেকটা প্রমাণ সাইজের ইট ছুড়তে ছুড়তে লোকটি বলে।

আপনারা যে পুলিশের দিকে এভাবে ইট ছুড়ছেন, এটা ঠিক নী।

তাহলে কি ছুড়ব?

আমরা আমাদের দেশে যা ছুড়ি।

কি ছুড়েন আপনারা?

আমরা এরকম পরিস্থিতিতে বাসা থেকে ডিম, বেগুন, টমেটো, আলু এসব নিয়ে এসে ছুড়ি।

আমাদের ঘরে ডিম, বেগুন, টমেটো, আলু যদি থাকত তাহলে কি আর এখানে ইট ছুড়তে আসতাম?

সেই প্রথম টুরিস্টের কাছে ফিরে আসি।

সেই টুরিস্ট এখনো হনহন করে হাঁটছে আর পিছে পিছে সেই মিঃ সুপার গু মানে ভিক্ষুক ছুটে চলেছে আর মুখে সেই বুলি ‘হ্যালো মিঃ গিভ ফাইভ ডলার...’ ‘হ্যালো মিঃ গিভ ফাইভ ডলার...’

তো টুরিস্ট হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, ‘দয়া করে আমাকে মাফ করবেন। আমার কাছে কোনো পয়সা নেই... ধন্যবাদ!’ ফরেনারের মুখে এরকম পরিচ্ছন্ন বাংলা শুনে মিঃ সুপার গু মানে সেই ভিক্ষুক যেন ‘তবদা’ লেগে গেল এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর অপস্রয়মান সেই টুরিস্টের উদ্দেশ্যে যে বাক্যটি উচ্চারণ করলো তা প্রিয় পাঠক কল্পনা করে নিন (এই বাক্যটি রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই শুনতে হয় আমাদের।)

সবশেষে আরেক টুরিস্টের গল্প বলে শেষ করি। তৃতীয় এবং শেষ টুরিস্ট (এই লেখার) এই টুরিস্ট দরিদ্র এক দেশ ভ্রমণ শেষ করে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে (বাংলাদেশ না কিন্তু। কারণ বাংলাদেশ দারিদ্রকে ইতোমধ্যে মিউজিয়ামে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছে!)।

সেই দেশের এক বিমানের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করল— ‘আমার এই বড় ব্যাগটা যাবে লন্ডন মাঝারিটা যাবে আফ্রিকা আর ছোটটা যাবে জার্মানি।’ বিমানের কর্মকর্তা বহু কষ্টে হাসি চাপলো, তারপর বলল, ‘দেখুন আপনি যদি ভেবে থাকুন এটা পোস্ট অফিস তাহলে ভুল করছেন। এটা এয়ারপোর্ট।’ এটা যে এয়ারপোর্ট সেটা আমিও জানি। তাহলে বলুন আসার সময় আমার তিন ব্যাগ তিন দিকে গেলে এখন যাবে না কেন? হোয়াই??

এবার এয়ারপোর্ট কর্মকর্তা ‘তবদা’ লাগার পালা!

সব শেষে প্লেন সম্পর্কিত একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দেই। প্লেন অনেক দেশই বানায় শুধু জাপান বানায় না। জাপান সব কিছু বানায় শুধু প্লেন বানায় না। জাপান যদি প্লেন বানাত তাহলে পৃথিবীর সেরা প্লেনটাই বানাতো তারা।

কিন্তু কেন বানায় না?

কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটম বোমা ফেলে আমেরিকা কিছু ভয়াবহ শর্ত আরোপ করে জাপানের সঙ্গে বেশ কিছু চুক্তি করে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ১০০ বছরের মধ্যে জাপান প্লেন বানাতে পারবে না!

সেলুকাস! কি বিচিত্র এই পৃথিবী...আর তার মানুষ!!

## কানমলা

কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম এক খোখো ক্রিড়া কর্মকর্তা এশিয়ান অলিম্পিকে গিয়ে ফেরার সময় অলিম্পিক ভিলেজের হোটেল থেকে একটা মশা মারার ইলেকট্রিক কয়েল নিয়ে চলে এসেছেন। এতে করে বাংলাদেশকে জরিমানা দিতে হয়েছে। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে... দেশের মান ইজ্জত গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অবশ্য ভদ্রলোকের দোষ কিছু দেখি না, দেশে এখন যে পরিমাণে মশা বেড়েছে তাতে করে সবাই দেশীয় কয়েল, মোট... ইত্যাদির ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণেই কি ভদ্রলোক এ কাণ্ড করেছেন? দেশে যদি মশার এত উৎপাত না থাকত তাহলে হয়ত এমনটা হত না। কাজেই আসল দোষ ঐ ভদ্রলোকের নয়। মশা মারার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের মানে সিটি কর্পোরেশনের।

অবশ্য বিদেশের হোটেল থেকে 'না বলিয়া' জিনিসপত্র আনার ঘটনা আগেও ঘটেছে। তোয়ালে, চামচ, টুকটাক তৈজসপত্র আগেও আনা হয়েছে। লেখালেখিও হয়েছে কম না। তাতে অবশ্য কোনো কাজ হয়নি। এইতো কিছু দিন আগে এক সাংবাদিকও নাকি একটা লেপটপ নিয়ে দিব্যি হাওয়া। পরে সিসি ক্যামেরায় কট... যথারীতি আবার দেশের মান ইজ্জত... ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখালেখিতে আসলে কাজ হবে না। আমার এক বোদ্ধা বন্ধু বলে।

তাহলে কিসে কাজ হবে?

শাস্তি দিতে হবে।

কি শাস্তি?

কানমলা।

এত শাস্তি থাকতে কানমলা কেন?

কানমলাই হচ্ছে মানুষের জন্য সেরা শাস্তি।

কেন?

কারণ মানুষের কান ব্রেনের খুব কাছে বলে। কান মললে অপমানের জ্বালা ডাইরেক্ট অ্যাফেক্ট করে ব্রেইনে।

তাই নাকি? জানতাম না... আমি অপরাগতা জানাই।

কানমলা প্রসঙ্গে বরং পাঠকদের একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শোনানো যাক এক বাচ্চা ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হবে দেশের নাম করা একটা স্কুলে। ইন্টারভিউয়ের

জন্য ডাকা হল। বাচ্চা ভেতরে গেছে মা বাইরে। কিছুক্ষণ পর বাচ্চা বের হল। মা ছুটে গেলেন।

কি জিজ্ঞেস করলো তোমাকে?

কিছুই জিজ্ঞেস করেনি।

কিছুই না?

না, শুধু কান ধরতে বলল।

কান ধরতে বলল? মা হতভম্ব! এবং অচিরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেলেন ইটারভিউ বোর্ডের কাছে। এর একটা হেস্টনেস্ট করতেই হবে ভর্তি না হতেই কান ধরাধরি...?

কিন্তু না অচিরেই জানা গেল বিষয়টা তা নয়। ছয় বছরের বাচ্চারা মাথার উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান কান ধরতে পারে। তার নিচের বাচ্চারা পারে না। এটা বাচ্চাদের বয়স জানার একটা কৌশল। সেই বাচ্চাকে সেই পরীক্ষাটাই করানো হয়েছিল।

যাহোক এবার কানমলা বিষয়ক একটা জোকে ঢুকি...তবে তার আগে জঙ্গলে ঢুকতে হবে...

এক জঙ্গলে এক ভালুক খুব উপদ্রব করছে। ঠিক করা হলো এ ভালুককে যেকোনো মূল্যে মারতে হবে। একজন বিখ্যাত শিকারীকে ভাড়া করা হলো। শিকারী বন্দুক নিয়ে ঢুকলেন জঙ্গলে। ভালুক খুঁজতে লাগলেন, কোথায় ভালুক? হঠাৎ দেখা গেল সেই ভালুককে। শিকারী তার বন্দুক তাক করলেন আর ভালুকও ছুটে আসতে লাগলো তার দিকে। শিকারী গুলি চালালেন কিন্তু ভালুক চট করে সরে গেল। গুলি লাগলো না গায়ে। শিকারী আবার গুলি করলেন এবারও গুলি লাগলো না। ভালুক আবারও কি অদ্ভুত কৌশলে সরে গেল একপাশে, গুলি মিস। এই করতে করতে এক সময় দেখা গেল শিকারীকে ভালুক ক্যাক করে ধরে ফেলল। তারপর শিকারীর দুই কান আচ্ছামতো মলে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল। শিকারী প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে ফিরে গেল (যেহেতু কানের কাছেই ব্রেন তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন)। কিছু দিন পর শিকারী আবার এল ভালুককে মারতে। আবারও একই কাহিনী! শিকারী গুলি করে আর ভালুক ঠিক সময় মতো গুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে শিকারীর দিকে। এই করতে করতে আবারও ভালুক শিকারীকে ক্যাক করে ধরে ফেলে। এবারও ধরে আচ্ছামতো কান মলে দেয়। অপমানিত শিকারী ফিরে যায়।

এভাবে পঞ্চমবার যখন শিকারী আবার গেল ভালুককে মারতে তখন হঠাৎ ভালুক



এক কাণ্ড করল । হাত তুলে মানুষের গলায় বলল, ‘এক মিনিট... একটা কথা  
জিজ্ঞেস করব তোমাকে ।’

কি কথা? এই বার তুই শেষ । কর্কশ কণ্ঠে বলে শিকারী ।

আচ্ছা সে না হয় শেষ হলাম কথাটা একটু শোন ।

‘জলদি বল... ।’ ট্রিগারে আঙুল রেখে দাঁত কিড়মিড় করে শিকারী বলে ।

আচ্ছা সত্যি করে একটা কথা বলতো, তুমি আমাকে মারতে আস না কান  
মলা খেতে আস?

## ভুল সবি ভুল

তামার এক টাকার কয়েন নিয়ে সেদিন একটা ইন্টারেস্টিং খবর পড়লাম। এ খবরতো আমরা জেনে গেছি যে গ্রামে গঞ্জে নাকি তামার এক টাকার কয়েন এখন ৩০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তো এক লোক তার এক আত্মীয়কে এসএমএস করে জানালো, ‘পারলে কয়েন কিনে স্টক করুন’ কিন্তু যার মোবাইলে মেসেজ আসল সে পড়েছে, ‘পারলে কয়েল কিনে স্টক করুন’ ব্যাস... সেই লোক নিজের এলাকা তো বটেই আশপাশের সমস্ত এলাকার মশা মারার কয়েল কিনে স্টক করে ফেলল। তারপরের ইতিহাস তো চেইন-রিঅ্যাকশন। কয়েলের অভাবে মশার কামড় খেতে খেতে লোকজন অতিষ্ঠ। ওদিকে ঐ লোক নিজের ভুল বুঝতে পেরে কয়েল ফেরত দিতে গিয়ে হাতাহাতি রক্তারক্তি... ইত্যাদি ইত্যাদি

এ গেল দেশীয় ভুলের মাশুল! আন্তর্জাতিক ভুলের মাশুল আরো ভয়াবহ। ইংল্যান্ডের কোনো চার্চে অতি সম্প্রতি কি একটা ভুলে বের হয়েছে গত দশ পনের বছরের ঐ চার্চে যত বিয়ে পরানো হয়েছে সব বিয়ে নাকি বাতিল... অবৈধ!!

মানুষ মাত্রই নাকি ভুল হয়। এ প্রসঙ্গে একজন দার্শনিক অবশ্য বলেছিলেন ‘তার মানুষ হিসেব জন্ম নেয়াটাই নাকি বিরাট ভুল হয়ে গেছে।’

কি হিসেবে জন্মালে ভাল হতো আপনার?

নারী।

কেন নারী কি মানুষ নয়?

না।

তাহলে নারী কি?

নারী মাত্রই মা... আর মাকে ‘মানুষ’ বলে ছোট করার অধিকার কারো নেই।

এতো গেল দার্শনিকের উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা। এবার সাধারণ মানুষের জগতে ফিরে আসি। এক সাধারণ মা। তিনি অবশ্য বিদেশী মা। একজন মাঝারি ক্যাটাগরির কবি। থাকেন হোটেলে হোটেলে। তাকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি হোটেলে থাকেন কেন? আপনার বাসা নেই?

না নেই।

হোটেলে থাকার কারণ?

কারণ আমি জীবনে দুই দুটি ভুল করেছিলাম।

কি ভুল করেছিলেন?

মানব সন্তান প্রসব না করে দুটি ভেড়া প্রসব করেছিলাম! গম্ভীর কবির উক্তি! পরে জানা গেল ঐ কবির দুই সন্তান। তারা বিবাহিত। তাদের স্ত্রীরা তাদের কবি স্বামীরকে বাড়ি থেকে বহিস্কার করেছেন। ছেলেরা কোনো প্রতিবাদ করে নি।

তবে ভুল নিয়ে সবচেয়ে মূল্যবান উক্তিটি করে গেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নাকি বলেছিলেন ‘ঈশ্বর ভুল করে কিছু কিছু মানুষকে মস্তিষ্ক দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের শুধু স্নায়ু তন্ত্র দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠালেও চলতো।’

তবে শেষ কথার শেষ কথা হচ্ছে মানব জীবনে ভুলের অবশ্যই দরকার আছে। তাইতো এক বিখ্যাত লেখককে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘জীবনটা নতুন করে শুরু করতে বলা হলে কি করবেন আপনি?’

লেখক মৃদু হেসে বলেছিলেন এই জন্মে ভুলগুলোই আবার নতুন করে করব। কারণ?

কারণ জীবনের কিছু কিছু ভুল সব সময়ই সুন্দর।

সবশেষে দেশের আরেকটা মজার ভুল দিয়ে লেখাটা শেষ করি। একসময় পুরান ঢাকার ইংলিশ রোডে একটা ব্রোথেল ছিল। সেখানে হঠাৎ একবার রাতে পুলিশ রেইড দেয়। প্রায় এক-দেড়শ লোককে গ্রেফতার করে। (তারা আসলে গ্রেফতার করেছিল ব্রোথেলে ঢোকানোর জন্য নয়। তারা একটা জরিপ চালানোর জন্য কাজটা করে।) ঐ ধৃত এক-দেড়শ লোককে প্রশ্ন করা হয় ‘কেন সে ব্রোথেলে ঢুকেছে?’

পাঁচানব্বই পার্সেন্টই বলেছে পথ ভুল করে ব্রোথেলে ঢুকে পড়েছে। পাঁচ পার্সেন্ট বলেছে জৈবিক তাড়নায় ঢুকেছে। সেই পাঁচ পার্সেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ‘পথিক ভুল করিয়া পথ হারাইয়াছদের’ ঘণ্টা দুয়েক জনসমক্ষে বসিয়ে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়!’

## বড় ভাইয়ের জন্মদিন এবং...

সমকাল থেকে বলা হয়েছে আমার বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে স্মৃতিকথা টাইপ কিছু লিখতে হবে। কিন্তু তার গত বছরের জন্মদিনে আমি অন্য একটি পত্রিকায় তাকে নিয়ে বেশ বড়সড় একটা লেখা লিখে ফেলেছি। আমার যদূর মনে পড়ে তাকে নিয়ে প্রায় সব ঘটনাই লেখা শেষ। নতুন কি আর লিখি। স্মৃতিতো কতই আছে সব কি আর সময় মতো মনে পড়ে?

আমরা ছয় ভাই-বোন তিন বোন তিন ভাই-এর মধ্যে তিন ভাই-বোনের জন্মদিন নভেম্বর মাসে। নভেম্বর এর নয় তারিখ আমার বড় বোন সুফিয়া হায়দারের জন্মদিন (সে অতি সম্প্রতি একটি সরকারি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার্ড করেছে)। বড় বোন বলে কথা। তার ওপর নভেম্বর মাসের প্রথম জন্মদিন। মোটামুটি ভালোভাবেই পালন হয় বড় বোনের টা। তারপর তেরই নভেম্বর বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। তার টার কথা আর নতুন করে কি বলব! তার ভক্তরা পালন করে, প্রকাশকরা পালন করে... মিডিয়ার লোকজন পালন করে... পারিবারিকভাবে আমরাতো আছিই। পর পর দুই জন্মদিন পালন করে আমাদের পরিবারের সব সদস্যরা একটু যেন ঝিমিয়ে পড়ে কিন্তু তারপর যে জন্মদিনটি এসে হাজির হয় (মহান) পনেরই নভেম্বর তার কথা কে মনে রাখে? বোনরা ফোন করে বলে

ভাইয়া তোর জন্মদিনে না আসলে মাইন্ড করবি?

আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলি 'না' ভাগ্নি ভান্তিরা ফোন করে বলে, 'শাহীন মামা ...এবার আসতে পারলাম না আগামীবার দেখো ফাটাফাটি জন্মদিন হবে তোমার। তবে চিন্তা করো না গিফট কিন্তু কিনে রেখেছি।'

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলে 'খামাকা এত কিছু রান্না করলাম এগুলোর কি হবে? কেউতো এল না। তোমার অফিসের কেউ এলেওতো পারতো নাকি?' আমি দ্বিতীয়বার দীর্ঘশ্বাস গোপন করে দাউদ হায়দারের সেই বিখ্যাত কবিতার বই খুলে বসি 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'।

পাঠক হয়ত ভাবতে পারেন বড় ভাইয়ের জন্মদিন নিয়ে লিখতে বসে নিজের ঢোল পিটাছি কেন? আমার কি দোষ? যুগটাই হয়েছে এমন... নিজের ঢোল নিজে পিটাও অন্যকে দিলে ফাটাফা ফেলতে পারে। তবে এই ঢোল দর্শন আরেকটু আপগ্রেড হয়েছে... 'নিজের ঢোল নিজে পিটাও অন্যকে দিলে ঢোলই

গায়েব করে দিতে পারে...' তাই ভাবলাম বড় ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষ করে বরং নিজেরটাই একটু

তবে এটা ঠিক আগে কখনই আমাদের পরিবারে জন্মদিন হত না। জন্মদিন কি জিনিস বুঝতামই না। কখন কার জন্মদিন কোন দিক দিয়ে চলে যেত টেরও পেতাম না। এখন বড় হয়ে একটু আধটু জন্মদিন হচ্ছে তাও আমাদের অফস্পিংরাই বোধ হয় এর উদ্যোক্তা। তবে এদিক দিয়ে বোধহয় আমি খুবই ভাগ্যবান। সেটা হচ্ছে একবার কি কারণে ছোটবেলায় আমার বড় ভাইবোনরা ঠিক করল একটা জন্মদিন করা হোক। জন্মদিন করলে কেমন লাগে সেটা টের পাওয়া যাক। একটা এক্সপেরিমেন্ট আর কি। কিন্তু কার জন্মদিন করা যায়? কপাল ভাল বলতে হবে আমার, তখন আমার জন্মদিনটাই বোধহয় সামনে ছিল!

মনে আছে সেই জন্মদিনে বড় ভাই একটি বই উপহার দিয়েছিল। সেটিই হচ্ছে আমার জীবনে পাওয়া প্রথম বই উপহার। প্রথম জন্মদিনের উপহারও বটে। বইটা নাম ছিল 'বাবা যখন ছোট' রাশান বই। অসাধারণ একটি বই। সেই বই এখনো আছে। এখনো মাঝে মাঝে সেই বিখ্যাত বইয়ের পাতা উল্টাই। মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কত স্মৃতি, ভাইবোনদের নিয়ে কত আনন্দের ঘটনা। তখন টিভি ছিল না। কম্পিউটার ছিল না। মোবাইল ছিল না। কিছুই ছিল না কিন্তু আনন্দের কোনো কমতি ছিল বলে মনে হয় না। আর সব আনন্দের মূলে ছিল বড় ভাই (আমরা ডাকি দাদাভাই) হুমায়ূন আহমেদ। অদ্ভুত অদ্ভুত সব আইডিয়া তার মাথায় আসত। একবার সে বাইরে থেকে এসে বলল, 'সিগারেট খাবি?' আমি তখন, ক্লাস ওয়ানের ছাত্র, আর সে সম্ভবত এইট নাইনে ওঠেছে। বললাম খাব। কারণ আমি জানি এর মধ্যে নিশ্চয়ই আনন্দের কোনো ব্যাপার আছে! সে বলল, চোখ বন্ধ কর। আমি বন্ধ করলাম। সে সত্যি সত্যি মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। তবে এ সিগারেট সত্যি সিগারেট নয়। কাঠি লজেস! সিগারেটের মতো দেখতে লম্বা চকলেট। সেও একটা মুখে গুজলো। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে মিহিমিছি আগুন ধরাল চকলেটের মাথায় তারপর দুজনে দিবি টানতে লাগলাম (মানে চুষতে লাগলাম)। এরকম কত গল্প কতসব মজার কাণ্ড আমাদের ছোটবেলা জুড়ে সে করেছে তার হিসেব নেই। আজ এত বছর পর যখন পিছনের দিকে তাকাই তখন মনে হয় ছোটবেলায় এরকম বড় ভাই পাওয়া সত্যি এক ভাগ্যের ব্যাপার। তার জন্মদিনে তার প্রিয় পাঠকদের সঙ্গে এ পত্রিকা মারফত 'অফিসিয়াল শুভেচ্ছা' জানাই তাকে, পারিবারিক শুভেচ্ছা তো পারিবারিকভাবেই হবে।

## নোমান সাহেবের কোরবানী

নোমান সাহেবের ব্যবসার অবস্থা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এ বছর কোরবানী দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কোরবানী না দিলে পাশের বাড়ির প্রতিবেশীত্র (প্রতিবেশী + শত্রু) ছদরুল সাহেবের কাছেও ইজ্জত ধরে রাখা সত্যি কঠিন হবে। তার ফাজিল শ্যালক (যে তার বাসায় থেকেই পড়াশোনা করে প্রতি বছর ডিগ্রী ফেল করে) অবশ্য একটা বুদ্ধি দিয়েছে খারাপ না, ঈদের আগের দিন একটা প্রমাণ সাইজ গরুর চামড়া কিনে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে তারপর ঈদের দিন সকালে টাইম মতো বাইরে বুলিয়ে দিলেই হলো। সবাই ভাববে এ বাড়িতে সকাল সকাল কোরবানী হয়ে গেছে। কিন্তু পরদিন তার 'প্রতিবেশীত্র' ছদরুল সাহেব যখন এসে বললেন, 'ভাইজান গরুরো কিনলাম দেখেন তো কেমন হল?'

তখন গরু দেখতে এসে টাঙ্কি খেয়ে গেলেন নোমান সাহেব। চট করে তার মাথায় যেটা এল সে হচ্ছে এই গরুকে ডিফিট দেওয়ার একটাই বুদ্ধি উট যদি কেনা যায়। সৌদী আরবের উট...

তুমি উট কিনবে?

না না মানে...

মানে আবার কি? দেখো অ্যানথ্রাক্স-এর একটা ব্যাপার আছে তার ওপর তোমার ব্যবসার যা অবস্থা কোরবানীর চিন্তা এবার বাদ দাও।

কিন্তু ছদরুল সাহেবের কাছে মান-ইজ্জত... নোমান সাহেব স্ত্রীর কাছে মিন মিন করেন।

রাখো তোমার মান ইজ্জত... এসব খেলা অনেক হয়েছে। আর নয়।

স্ত্রী ঝঙ্কার তুলে চলে যান রান্না ঘরের দিকে। আর নোমান সাহেবের মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকে উটের চিন্তা। তার চির শত্রু ছদরুল সাহেব তার চোখের সামনে রাজসিক গরু কোরবানী দিবে আর তিনি... তিনি আর ভাবতে পারেন না। আর তখনই তার ভাবনার মধ্যে আচমকা একটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কিছু ঘটে। তার মনে পড়ে আব্দুল হকের কথা। যেই আব্দুল হককে তিনি এক সময় ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করে সৌদী আরবে পাঠিয়েছিলেন। আচ্ছা তাকে যদি বলা যায়... একটা উট কি সে পাঠাতে পারে না জাহাজে করে? সেতো এখন বিরাট ব্যবসায়ী। অনেক কিছুই নাকি জাহাজে করে

পাঠায় প্রতি সপ্তাহে! আর তিনি কম করেছেন তার জন্য? তার বিনিময়ে সামান্য একটা উট!

যেই কথা সেই কাজ... তিনি আব্দুল হক কে একটা এসএমএস করে দিলেন চোখ বন্ধ করে। 'ইফ পসিবল সেভ ক্যামেল বাই শীপ।'

পরদিনই পাঁচটা এসএমএস এল। 'নো প্রবলেম ক্যামেল গোয়িং বাই ডিএইচএল'

ডিএইচএল এ? নোমান সাহেব হকচকিয়ে যান। আজকাল ডিএইএলেও উট পাঠানো সম্ভব?

তবে বিষয়টা তিনি কাউকে জানালেন না। গোপনই রাখলেন। আগেতো আসুক উট তারপর দেখা যাবে। তবে একটা মই কিনে ফেললেন (তিনি শুনেছেন উটকে কোরবানী করতে হলে উটকে শোয়ানো যায় না। উপর থেকেই ছুরি চালিয়ে কতল করতে হয়, তাই মই কিনা)।

হঠাৎ মই কেন? স্ত্রী জানতে চান।

এ্যা...ইয়ে সস্তায় পেলাম তাই। নোমান সাহেব আমতা আমতা করে কাটান দেন।

কিন্তু ফাজিল শালা রসিকতা করতে ছাড়ে না। 'দুলাভাই মই যখন কিনেছেন সাপও কেনা হোক'।

সাপ কেন? বিরক্ত দুলাভাই ব্র কোচকান।

বাহ শালা দুলাভাইয়ে বেশ বাস্তবধর্মী সাপ-লুডু খেলা যাবে।

ঈদের দুদিন আগে নোমান সাহেবের ডিওএইচএসের ভাড়া বাসার সামনে ডিএইচএলের গাড়ি এসে হাজির। পুলকিত নোমান সাহেব ছুটে যান। তবে কি সত্যি সত্যি তার উট চলে এল?

আপনি মিঃ নোমান?

জি জি।

সৌদী আরব থেকে আপনার নামে ...

জি জি বুঝতে পেরেছি।

এখানে সই করুন। দুই তিন জায়গায় সই করতে হলো নোমান সাহেবকে।

তারপর তারা একটা ছোট খাট বাক্স নোমান সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিল।

বাক্স?? তবে কি আব্দুল হক উট কোরবানী দিয়ে বাক্সে করে গোস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে? হায়! হায়!!

কিসের বাস্কেলগো? স্ত্রী এগিয়ে আসেন ।

এঁয়া ইয়ে... দেখি ।

নোমান সাহেব বাস্কেল খুলে দেখেন বাস্কেলের ভিতর আরেক বাস্কেল । সেই বাস্কেলের উপর বড় বড় করে ইংরেজিতে নানান রঙের যে লেখা CAMEL COLOUR BOX ডজন খানেক রংয়ের টিউব আর সাথে গোটা কয়েক মাথা চেপ্টা তুলি । ঈদের দিন সকালে বিষণ্ণ নোমান সাহেব নামায থেকে ফিরে এসে দেখেন তার কনিষ্ঠ পুত্র CAMEL COLOUR BOX নিয়ে বসেছে ছবি আঁকতে, দেখে মনে হচ্ছে সে একটা গরুই আঁকার চেষ্টা করছে তবে গলাটা এত লম্বা এঁকেছে যে মনে হচ্ছে যেন একটা উট!



## টক শো

কোরবানী ঈদ চলে এসেছে। কিন্তু রাস্তাঘাটে গরু নিয়ে দৌড়-ঝাপ তেমন দেখা যাচ্ছে না। গরুই দেখা যাচ্ছে না। এই নিয়ে স্বতস্ফুৰ্ত পথ টক শোর আয়োজন। আসলে আয়োজন বলা ঠিক না। আমরা টিভি খুললেই যেকোন চ্যানেলে টক শো দেখি কিন্তু রাস্তাঘাটে কিন্তু সবসময় টকশো চলতেই থাকে...এই যেমন একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করলো—

খেয়াল করেছেন?

কি?

ঈদ আছে আর মাত্র দু সপ্তাহ... এখন পর্যন্ত রাস্তা-ঘাটে কোন গরু দেখছি না।

কি বলছেন গরু দেখছেন না আমি তো চরিদিকে গরু দেখছি।

মানে কি বলছেন? কোথায় গরু?

ঐ যে দেখুন একজন ঠিক ওভারব্রিজের নিচ দিয়ে আইল্যান্ড টপকে কত কসরৎ করে রাস্তা পার হচ্ছে...তাকে আপনি মানুষ বলবেন? ঐ দেখুন পাবলিক টয়লেটের পাশে দাড়িয়ে একজন জল বিয়োগ করছেন...ওকে আপনি মানুষ বলবেন? ...স্রেফ গরু...সব গরু...

না না এটা আপনি কিছুতেই পারেন না। পাশ থেকে পথ টক শোর আরেকজন আলোচক আলোচনায় নাক গলায়।

কি পারি না?

এই যে মানুষকে গরুর সাথে তুলনা করছে।

কেন তুলনা করলে কি হবে?

কারণ গরুরা মাইন্ড করতে পারে...

গরু মাইন্ড করবে না কখনোই।

আপনি কি করে বুঝলেন তারা মাইন্ড করবে না।

কারণ আগে ধারণা করা হত গাধা সবচেয়ে বোকা প্রাণী সে ধারণা বদলেছে।

তবে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন গরুই সবচেয়ে বোকা প্রাণী?

ঠিক ধরেছেন।

কেন?

কারণ নিজে পানি খেয়ে মানুষকে দুধ দেয়।

(আলোচনা টুবি কন্টিনিউড ...)

এতো গেল মানুষের টক শো। কিন্তু প্রাণীদের টকশোওতো হতে পারে। যেমন ধরা যাক কোন গোয়ালে দুটি গরু কথাবার্তা বলছে ...মানে ঐ অ্যানিমেল টক শো আর কি

১ গরু— মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ কে করছে আমাদের জানস?

২ গরু— কে?

১ গরু— লুই পাস্তুর।

২ গরু— কি বলছিস! উনিতো শুনেছি মহামানব কত কিছুর প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন।

১ গরু— আরে সেখানেইতো সর্বনাশটা হয়েছে উনিতো অ্যানথ্রাক্স এর প্রতিষেধকও আবিষ্কার করে গেছেন... যে অ্যানথ্রাক্স এর কারণে এই যাত্রায় আমরা জানে বেঁচে যেতে পারি...

২ গরু— তা মন্দ বলিস নি...তবে চিন্তার কিছু নাই ...এবার নাকি কোরবানী ঈদের লোডটা মুরগীর উপর দিয়েই যাবে...

১ গরু— কিন্তু আমিতো আবার শুনলাম কেউ কেউ বলছে মুরগি কিনলে গরু ফ্রি...

এ আলোচনা হয়ত আরো চলতো। কিন্তু ওদিকে আবার চিকেন টকশো শুরু হয়ে গেছে... কারণ তাদের নিজেদের জন্য রেড অ্যালার্ট ...জান নিয়ে টানাটানি।

শুনেছ আমরাতো এবার শেষ?

এ আর নতুন কি? আমরাতো সব সময় শেষ ...

আরো ঈদের লোডতো মনে হচ্ছে আমাদের ওপর দিয়েই যাবে সবাই বলাবলি করছে।

(দীর্ঘশ্বাস) যাও বার্ড ফুটা এসেছিল... একটা আশার আলো দেখেছিলাম সব গেল।

বুঝলে ভায়া আমাদের দুঃখ বুঝেছিল একজনই।

কে?

কেন কিশোর কবি সুকান্ত... সেই যে তার বিখ্যাত কবিতা ‘একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল বিরাট প্রাসাদের নিচে...’

বয়স্ক মোরগটি আবৃত্তি করতে লাগল তাদের নিয়ে লেখা সুকান্তের বিখ্যাত কবিতাটি। তরুণ মোরগরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। দুঃখ আর গভীর বেদনা নিয়ে...!

## আবর্জনা

পৃথিবীর দ্বিতীয় নোংরা শহরের নাম হচ্ছে ঢাকা (প্রথম নোংরা শহরের নামটা লিখলাম না, কারণ ঐ শহরের লোকজন নিশ্চয়ই এমনিতেই যথেষ্ট লজ্জায় আছে। সেটা পৃথিবীর চতুর্থতম ভাষায় পুনরায় প্রকাশ করে তাদের লজ্জা আর বাড়াতে চাই না)। রাস্তাঘাটে বের হলেই অবশ্য সেটা টের পাওয়া যায়। চিপসের প্যাকেট, আইসক্রিমের খোসা, পলিথিনের ব্যাগ (যদিও এটা নিষিদ্ধ), নেটের ব্যাগ, কাগজের ঠোঙ্গা, খালি বাক্স, খালি বোতল, ছেড়া কাগজ, ছেড়া স্যাভেল, ডাবের খোসা, কমলার খোসা (কলার খোসাতো থাকবেই) কি নেই? ঢাকা শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু ঢাকা শহরের অবস্থা দেখে মনে হয়... কি মনে হয় সেটা পরে বলি তার আগে পৃথিবীর এক বিখ্যাত শহরের বিখ্যাত মেয়রের গল্প শোনা যাক

এই মেয়র যখন নির্বাচনে দাঁড়ালেন তখন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করল।  
আচ্ছা নির্বাচিত হলে মেয়র হিসেবে আপনি নতুন কি দিবেন এই শহরকে?  
আমি নতুন কিছুই দিব না...তবে...

তবে?

তবে এই শহরে সত্যিই যে একজন মেয়র আছে সেটা আশা করি আপনারা অনুভব করবেন।

এবার আবর্জনা নিয়ে একটা ঘটনা বলি।

এক ফ্ল্যাটের মালিক সকালে অফিসে যাবেন। বাইরে এসে নিজের গাড়ি দেখে হতভম্ব। গাড়ির সামনের কাচের উপর একগাদা আবর্জনা পড়ে আছে। তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি সেখানে দাড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন, ‘কে ফেলেছে এসব আবর্জনা আমি জানতে চাই’?

তার চিৎকার শুনে উপরের ফ্ল্যাটের মালিকরা দু একজন মাথা বের করল। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। গাড়ির মালিক দ্বিতীয়বার হুঙ্কার দিলেন এবার আরো জোড়ে... ‘কে ফেলেছে এসব আবর্জনা আমি জানতে চাই’?

এবার ঐ ফ্ল্যাটে বাস করা বিশাল দেহী এক সস্ত্রাসী ফ্ল্যাট মালিক মাথা বের করে বলল,

আমি, ক্যান কি হইছে?

টোক গিললো গাড়িওলা । তারপর বলল ‘না মানে বলছিলাম ...ময়লা কি আরো ফেলবেন আপনি না আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাব অফিসে?’

আমার নিজের বাসাটা দোতলা (এখনো) । আর দুই পাশে আর পিছনে বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট উঠে গেছে (সামনে রাস্তা) । আশ্চর্যজনক হচ্ছে প্রতিদিনই কোনো না কোনো ফ্ল্যাট থেকে আমার বাসার ছাদে টুক টাক ময়লা ফেলে । এটা যেন রুটিন হয়ে গেছে । আমি মাঝে মাঝেই ঐ অ্যাপার্টমেন্টদের কেয়ারটেকারদের ডেকে পাঠাই তারপর ঐ গাড়িওলার মতো হুঙ্কার দেই ‘কে ফেলেছে এসব আবর্জনা আমি জানতে চাই’?

তবে না কোন সন্ত্রাসী মাথা বের করে বলে না ‘আমি, ক্যান কি হইছে’ কারণ ঐ সব ফ্ল্যাটে সব ভদ্রলোকেরাই থাকেন । ভদ্রলোকেরাই যদি থাকবেন তাহলে তারা কেন জানালা দিয়ে ময়লা ফেলেন কেন? ফ্ল্যাটবাসীদের কাছে আমার এটা একান্ত প্রাইভেট প্রশ্ন (উত্তর চাই) ।

জার্মানি নাকি আবর্জনা থেকে তেল উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে । আমাদের দেশেও যদি এই গবেষণা কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশ তেলে তেলময় হয়ে উঠবে । তাতে করে পথে ঘাটে হয়ত এত আবর্জনা আর দেখা যাবে না । নোংরা শহরের দ্বিতীয় পজিশন থেকে ঢাকা সরে আসবে পিছনের দিকে । আর অফিস-আদালতেও হয়ত তেল মারা তেলের দুস্প্রাপ্যতা কমবে অনেকাংশে । সবশেষে আবর্জনা নিয়ে একটা জ্ঞানের কথা শোনা যাক—

১৯৫৩ সাল (তেনজিন-হিলারির এভারেস্ট বিজয়) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত (মানে আমাদের মুসা ইব্রাহীম পর্যন্ত) ১০০০ এর বেশি পর্বতারোহী এভারেস্ট বিজয় করেছেন এবং তারা তাদের যাত্রাপথে যে পরিমাণ আবর্জনা ফেলেছেন তার পরিমাণ হচ্ছে ... মাত্র ৫০ টনের কিছু বেশি! অর্থাৎ বলা যায়, এভারেস্ট হচ্ছে পৃথিবীর একটি অন্যতম বিখ্যাত আবর্জনা ডাম্প ।

২০০১ সালে নেপালের শেরপারা নাকি ছয় টনের মতো আবর্জনা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তার মধ্যে ছিল কাগজের ব্যাগ, তাঁবু, দড়ি, কাপড়, অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি, ব্যাটারী, অক্সিজেনের বোতল এবং প্লাসটিক ক্যান... । সবশেষে আবর্জনা নিয়ে একটা জোক । ময়লার গাড়ি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ময়লা নিয়ে যাচ্ছে । হঠাৎ এক লোক ময়লা নিয়ে ছুটে এল । গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে । লোকটি চিৎকার করল ময়লার গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে...

আমি কি দেরি করে ফেলেছি?

অসুবিধা নেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ুন ।

## অ্যাকসিডেন্ট

মানুষ অ্যাকসিডেন্ট করে রক্তে ভেসে যায়। কিন্তু সেদিন একজন অ্যাকসিডেন্ট করে পানিতে ভেসে গেল। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন তাতো হতেই পারে। এই ভেজালের যুগে মানুষের শরীরে কি আর রক্ত আছে নাকি? স্রেফ পানি! কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সেই লোক রিকশায় করে অফিসে যাচ্ছিল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা ভ্যান। ভ্যানে ভর্তি ছিল ফিল্টার পানি ভর্তি বড় বড় প্লাসটিকের জ্যারিকেন। এ সময় তারপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল একটা মিনি বাস। টার্ন নিতে গিয়ে রিকশাকে ধাক্কা... রিকশার প্যাসেঞ্জারসহ গিয়ে পড়ল পানির জ্যারিকেন ভর্তি ভ্যানের উপর গোটা কয়েক জ্যারিকেন ফেটে গিয়ে পানি ছিটকে পড়ে পানিতে ভাসাভাসি...। কি আর করা পানিতে চুপ চুপ ভিজে অফিসে না গিয়ে ভদ্রলোক ফিরে এলেন বাসায়। স্ত্রীতো অবাক!

কি গো বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে? তখনি বললাম ছাতিটা নিয়ে যাও।

বৃষ্টি হচ্ছে? জামাই খিচিয়ে উঠল ‘জানালাটা খুলে দেখ বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না?’

অবাক স্ত্রী জানালা খুলে দেখে ফকফকা রোদ। ‘তাহলে ভিজলে কি করে?’

সে কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে? শুকনো জামা কাপড় থাকলে দাও।

স্ত্রী ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে ছুটলেন শুকনো কাপড় আনতে। স্ত্রী শুকনো কাপড় আনতে থাকুন আমরা বরং আরেক গল্পে ঢুকি। এ গল্পেও অ্যাকসিডেন্ট (নাকি দুইসিডেন্ট আগে যেহেতু একসিডেন্ট হয়ে গেছে) করে পানিতে নয় বালিতে মাখামাখি। এবারের ভিকটিম মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। সামনে বালির ট্রাক। এ সময় আচমকা পেছন থেকে এক মিনি বাসের বেমাক্কা ধাক্কা খেয়ে মোটর সাইকেল চালক গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ট্রাকের নরম বালিতে। শুধু পড়ল বললে ভুল হবে পড়ে একবারে তলিয়ে গেল নরম ভেজা বালুতে। ট্রাকের উপর বসা বালু শ্রমিকরা অবশ্য টের পেল না কিছুই, কারণ তারা সব সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল... কিন্তু বালুর ভেতর থেকে যখন হাচড়ে পাচড়ে সেই দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি উঠে এলেন বালির অতল গহবর থেকে তখন বালু শ্রমিকরা ‘ভূত ভূত...’ বলে যে যেদিকে পারে লাফিয়ে পালাল। ভাগ্য ভাল যে ট্রাক তখন জ্যামে পড়ে থেমেছিল।

এতো গেল না চাইতেই অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু যারা নিজেরা ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেন্ট ডেকে আনে? মানে চায়...মানে চেয়ে চিন্তে একসিডেন্ট ডেকে আনে? তেমনি একজন, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঠিক করল এই জীবন আর রাখবে না। ট্রাক বা বাসের নিচে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হবে। যেই কথা সেই কাজ। এক টুকরো কাগজে ‘আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়’ লিখে পকেটে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল পথে। কিন্তু একি সারাদিন ঢাকা শহরে ঘুরেও কোনো রাস্তায় কোনো ধাবমান ট্রাক বা বাস পেল না সে বেচারী। জ্যামের কারণে সব ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া রাস্তার উপর প্রস্তর মূর্তির মত দণ্ডায়মান।

তার আর আত্মহত্যা কর হলো না। এই প্রথম আমরা ট্রাফিক জ্যামের একটা প্রকৃত উপকারিতা খুঁজে পেলাম। একজন মানুষের জীবন ফিরে পেলাম।

এক প্রাচীন দার্শনিক নাকি বলেছিলেন ‘মানব জীবন হচ্ছে একটি দুর্ঘটনা মাত্র।’ সেই দার্শনিক এ যুগে জন্মালে নিশ্চয়ই বলতেন ‘মানব জীবন হচ্ছে একটি কাকতালীয় দুর্ঘটনা মাত্র।’ কারণ বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, এ মহাবিশ্ব নাকি অনেকগুলো কাকতালীয় ঘটনার সমাবেশ মাত্র... ‘দ্যা কইসিডেন্টাল ইউনিভার্স?’ সে যাই হোক দুর্ঘটনা দিয়েই যদি আমাদের মানব জীবনের গুরু হয় তাহলে বলতে হয় ...এই দুর্ঘটনার শেষ কোথায়? মানুষ যেহেতু রাজনৈতিক জীব আর রাজনীতিরও শেষ কথা বলে কিছু নেই তাহলে ধরে নেওয়া যায় এই দুর্ঘটনারও শেষ বলে কিছু নেই... চলছে চলবে...

শেষে একটা গল্প... এক দক্ষ গাড়ি চালককে কে একজন প্রশ্ন করেছিল আচ্ছা আপনিতো প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন?

তা চালাচ্ছি।

কখনোই কি অ্যাকসিডেন্টটা করেন নি?

মাত্র একবার।

চল্লিশ বছরে মাত্র একবার?

হ্যাঁ।

কিরকম অ্যাকসিডেন্ট বলবেন কি?

পিছনের সীটে বসেছিলাম। চালাচ্ছিল ড্রাইভার। অ্যাকসিডেন্টটা সেই কারণে। আমার চল্লিশ বছরের গাড়ি চালনার জীবনে ঐ পিছনে বসাতাই অ্যাকসিডেন্ট! (প্রিয় পাঠক এই লেখাটার ম্যরালটা খুঁজে বের করুন কষ্ট করে। অবশ্য আদৌ যদি কোনো ম্যরাল থাকে!)

## চিঠি

একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে মাত্র তিনটা চিঠি পেয়েছে। এটা কি বিশ্বাস যোগ্য? তেমনি এক লোকের সন্ধান পেয়েছি অতি সম্প্রতি। তাকে নিয়ে অনায়াসে একটা বিখ্যাত বই লেখা যায় ‘দ্যা ম্যান উইথ থ্রি লেটারস’ নাম দিয়ে। তার প্রথম লেটারটা আসে ১৯৭৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায়... পদার্থ বিজ্ঞানে লেটার (জীবনে একাডেমিক লেটার ঐ একটাই)। দ্বিতীয় লেটার মানে চিঠি আসে ১৯৮০ সালে তার প্রেমিকার (পরে স্ত্রী) কাছ থেকে ‘প্রেমপত্র’ হিসেবে (তার স্ত্রীও সম্মতিসূচক ঐ একটাই পত্র লিখেন)। মর্মান্তিক তৃতীয় চিঠিটি আসে ২০১০ এ...মানে এ বছর। এ চিঠিটি লিখে বিদেশে পড়াশোনা রত তার এক মাত্র তরুণ পুত্র আশফাক আলী (এটিকে চিঠি না বলে উকিল নোটিশ বলাই বোধ হয় ভাল)। চিঠিতে সে লিখেছে ‘কেন সে তার বাবা-মার নামে মানহানীর মামলা করবে না তার এইরকম একটি নাম রাখার জন্য? যা নিয়ে বিদেশে বিভূঁইয়ে সে পদে পদে নাজেহাল হচ্ছে শুধুমাত্র নামের কারণে... ইত্যাদি ইত্যাদি’।

বিদেশে তরুণ পুত্রকে নাজেহাল অবস্থায় রেখে আমরা দেশের ভিতর এক তরুণের কাছে যাই। এ তরুণ প্রেম করে। নিয়মিত তার প্রেমিকার সাথে চিঠি চালাচালি চলে (তখন মোবাইল ছিল না)। কিন্তু একদিন সে হঠাৎ আবিষ্কার করল প্রেমিকার পাঠানো প্রেমপত্রগুলো সব ফটোকপি! তাহলে মূল কপিগুলো কোথায়? নাকি তার প্রেমিকা কপি রেখে তার সাথে প্রেম করছে! চিন্তিত তরুণ অচিরেই গবেষণায় নামল। এবং খুব শিগ্রী সে মূল কপির সন্ধান পেল

তাদের পাড়ারই আরেক বড় ভাইয়ের কাছে সব মূল কপি...তবে কি ...তবে কি তার প্রেমিকা ডুয়েল লাভ করছে?

প্রেমিকাকে চ্যালেঞ্জ করার আগে সে পাড়ার সেই বড় ভাইকে চ্যালেঞ্জ করলো।

আপনার কাছে মলির চিঠির অরিজিন্যাল কপি গেল কি করে?

তার আগে বল ...তোমার কাছে ফটোকপি গেল কি করে?

ব্যাস লেগে গেল সিনিয়ার জুনিয়ারে ...ফটোকপি আর মূল কপির লড়াই...কেউ কারে নাহি ছাড়ে সেখানে সেয়ান।

প্রেম ভালবাসা নিয়ে বহু ক্যাচাল হয়েছে যুগে যুগে, কিন্তু প্রেমপত্রের ফটো কপি আর মূল কপির লড়াই বোধহয় এই প্রথম! এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতেছিল তা অবশ্য জানা যায়নি।

আসলে চিঠি বিষয়টি মোবাইল ফোনের কারণে এখন উঠেই যাচ্ছে একরকম। আগে দোকানে চিঠি লেখার জন্য গন্ধুলা নীল রঙের প্যাড পাওয়া যেত। এখন চিঠির প্যাড কি মানুষ যেন ভুলেই গেছে। তারপরও এক লোক গেল দোকানে, ভাই চিঠি লেখার প্যাড হবে?

চিঠি? চিঠি লেখার প্যাড?? চিঠি আজকাল কেউ লেখে নাকি! লোক হতাশ হয়ে আরেক দোকানে গেল। কোনো কারণে তার চিঠি লেখার প্যাড দরকার। কোন দোকানেই চিঠির প্যাড নেই। শেষ মেষ শেষ একটা দোকানে ঢুকলো— ভাই চিঠি লেখার প্যাড হবে?

হবে।

হবে? দিন তাহলে একটা।

কাকে লিখবেন চিঠি? প্রেমিকাকে না স্ত্রীকে?

কেন এ প্রশ্ন করছেন কেন?

লোকটি তখন ফিসফিস করে বলল, ‘প্রেমিকাকে লিখলে একদম রেডিমেড চিঠি আছে ... অসাধারণ ভাষা ...সিওর সাকসেস তবে দাম কিন্তু কিছু বেশি পড়বে।’

তবে শেষ কথা হচ্ছে, মোবাইলে এসএমএস না করে বরং চিঠি লিখুন এতে ভাষা জ্ঞান বাড়বে হাতের লেখার প্র্যাকটিস হবে ডাক বিভাগের, উন্নতি হবে

সবচেয়ে বড় কথা এভিডেন্স থাকবে!

সব শেষে আরেক প্রেমিকের কথা মনে পড়ছে (হয়ত এই নিয়ে আগেও কোথাও লিখেছি, তবে এই ঘটনা বার বার লেখা যায়) এই প্রেমিক তার প্রেমিকার সব প্রেমপত্র পাওয়ার পরপরই লেমিনেশন করে ফেলত। এবং এই ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর তাকে নিয়ে ব্যাপক হাসাহাসি হয় বন্ধু মহলে। প্রেমিকা বিষয়টি জানা মাত্র... তাকে ত্যাগ করে। প্রেমপত্র লেমিনেশন করার অপরাধে ছ্যাক খাওয়ার ঘটনা সম্ভবত এ পৃথিবীতে একটিই।



## কোরবানীর গরু অতঃপর...

এক লোক হস্ত দস্ত হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটছে—

কি ভাই কই যান? পরিচিত একজন জানতে চায়।

কেন বাসায়?

বাসায়? আপনার বাসা না মিরপুরে?

মিরপুরেরটা আছে... এটা নতুন...

বলেন কি? পরিচিতি লোকটি আশ্চর্য হয়!

কেন গতকালের খবর দেখেন নি?

কি খবর?

ঐ যে বিএনপির এক নেতা বলেছে, ‘ক্যান্টনমেন্টে খালেদা জিয়ার বাড়ি শুধু খালেদা জিয়ার বাড়ি নয় ...ষোল কোটি বাঙালির বাড়ি!’

ঠিক উপরের ঘটনার মতই একটা ঘটনা। এলুকার এক প্রভাবশালী নেতা বরাবরকার মতো বাজারের সবচেয়ে বড় গরুটা কিনলেন। দাম পড়ল দুই লাখ টাকা প্রায়। সবাই ভীড় করে গরু দেখছে! বাপরে একটা গরু বটে...!

সাহস করে এক বৃদ্ধ বলেই ফেলল—

‘দুই লাখ টাকা দিয়া গরু কিনলেন আর গ্রামের মানুষের পেটে দুই বেলা ভাত নাই।’

চারদিকে একটা সম্মতিসূচক সরগোল উঠল। দু একজন তরুণ টাকার উৎস নিয়েও কিঞ্চিৎ কানাঘুসা শুরু করল। নেতার সেক্রেটারি দেখলু বিপদ! এলাকায় কোরবানী ঈদ করতে এসেতো দেখছি সেন্টিমেন্টাল ক্রাইসিসে পড়ে গেলাম। তিনি গলা পরিষ্কার করে বললেন—

‘আরে উনি (নেতা) এই গরুতো আপনাদের জন্যই কিনেছেন...এ গরুতো আপনাদেরও... সমস্যা কি?’

লোকজন আরো কিছুক্ষণ গরু নিয়ে মজমা বসিয়ে এক সময় সবাই সরে পড়ল। ভীড় পাতলা হয়ে এল।

গভীর রাতে হঠাৎ হাউ মাউ খাউ... কি ব্যাপার? এক পাড় মাতাল এসে নেতার বাড়িতে চেচামেচি করছে।

এ ফাজিলের বাচ্চা কি চাস তুই এত রাতে? নেতার সেক্রেটারি বের হয়ে এসে হুকুম দেয়!

গরু নিতে আসছি ... হিক...

গরু নিতে আসছ মানে?

মানে... আমাদের নেতা বলছেন... হিক এই গরু আমাদের? ...দেন গরুর দড়িটা একটু দেন বাসায় নিয়া যাব... হিক...

পরের ঘটনা না লেখাই মঙ্গল। মাতালের হাতে গরুর দড়ি না দিয়ে তার গলায় দড়ি পড়িয়ে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে! ততক্ষণে মাতালের নেশা ছুটে গেছে। সে নিজেকে আবিষ্কার করলো এক গোবরের ডাম্পে গলা পর্যন্ত তলিয়ে আছে। নেতার লোকজন তাকে এখানেই ফেলে গেছে। পাশ দিয়ে যেই যায় সে চেচিয়ে ডাকে।

ও খালু... আমারে বাঁচান... ও খালু... আমারে উঠান...

কিছু কেউ তাকে উঠাতে আসে না।

হঠাৎ একজন থমকে দাড়ল। বিপদগ্রস্ত লোকটা খালু বলে ডাকছে কেন? মামা-চাচা-বাবা-ভাই না ডেকে? রহস্যটা কি?

খালুতো মাদার সাইড আউডডোর নিপীড়িত প্রজাতি, মামা-চাচার মতো লাইম লাইটে নাই... লোকটা এগিয়ে গেল।

ওহে ভায়া তুমি খালু খালু করছ কেন? মামা চাচা বাবা না ডেকে?

কেন খালু ডাকছি পরে কই ... আগে আমারে উঠান...

তাকে টেনে হিচড়ে উঠানো হলো। 'এবার বল খালু ডাকার রহস্য?' লোকটা নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে হঠাৎ উদ্ধারকারীকে ধাক্কা দিয়ে গোবরের ডাম্পে ফেলে দিল।

হতভম্ব লোকটা গোবরের মধ্যে পড়ে চেষ্টাতে লাগল 'ও ভাই এইটা কি করলেন? আমাকে উঠান? পুজি ও বাবা...' মাতাল তখন হাঁটা দিয়েছে গ্রামের দিকে। বিরবির করে নিজের মনেই বলে 'ভাই-বাবা ...এসব ডাকে যে কাজ হয় না এবার বুঝলেতো?'

## জনৈক কবি

আব্দুল গফুর একজন কবি । প্রায় সাড়ে সাতশ কবিতা তার লেখা হয়েছে । এর মধ্যে চুয়ান্নটা সনেট । ছাপা হয়েছে দেড়শর মতো কবিতা । গোটা দশেক বিভিন্ন পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকের ড্রয়ারস্থ । মানে ছাপা হবে এমন আশ্বাস পাওয়া গেছে, আপাতত ড্রয়ারে বন্দি । তবে কবিতা পত্রিকায় ছাপা হওয়াটাই একজন কবির মাপ কাঠি হতে পারে না । কবিতা হচ্ছে...

—ভাই আগুনটা একটু...

ভাবনায় ছেদ পড়ল । কবি আব্দুল গফুর তাকিয়ে দেখে একজন ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক হাতে বিড়ি নিয়ে তার সিগারেটের আগুনটা চাইছে । তিনি আগুন দিলেন । বিড়ি ধরিয়ে সিগারেট ফেরত দিল লোকটি । লোকটি চলে যেতে আব্দুর গফুর সিগারেটে টান দিলেন আর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন তার ছয় টাকার বেনসন সিগারেটে ৫০ পয়সার বিড়ির গন্ধ! তখনই শব্দটাটা মাথায় এল—

‘গন্ধ চোর’ আচ্ছা এই নামে একটা কবিতার বই বের করলে কেমন হয়? চিন্তাটা তাকে এতই উত্তেজিত করল যে পরদিনই সে বাংলা বাজারে গিয়ে উপস্থিত হল এক বন্ধুকে নিয়ে । প্রকাশক বন্ধুর কিষ্কিৎ পরিচিত ।

বই বের করবেন?

জি ।

কিসের বই?

জি কবিতার ।

এইতো ভাই মারছেন ।

কেন?

কবিতার বই যে বের করবেন বিয়ে করেছেন?

জি না...কবিতার বই বের করার সাথে বিয়ের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে রে ভাই সম্পর্ক আছে । বই বের হওয়ার পর পাঠকতো চাই নাকি? বউ-শালা-শালি এরা না কিনলে... যা হোক টাকা পয়সা কিছু আনছেন?

টাকা পয়সা?

হ্যাঁ বই বাইর করবেন টাকা খরচা করবেন না? চার ফর্মার বইয়ে লাগব ত্রিশ হাজার টাকা। আপনাদের ইনস্টেট দুইশ কপি দিয়া দিমু...  
কি বলছেন?

যাহোক কবি আব্দুল গফুর প্রকাশকের দোকান থেকে বের হয়ে এসে বন্ধুকে ধরল, এ কোথায় নিয়ে গেলি টাকা চায়!

টাকা চাইবে না? টাকা ছাড়া তোর বই কে বের করবে? তুই কি কবি শামসুর রহমান নাকি?

তা অবশ্য।

এক কাজ কর আমি বলে কয়ে বিশে রাজি করাতে পারব তুই পান্ডুলিপি রেডি কর।

আরে কি বলছিস আমার অ্যাকাউন্টে আছে সাত হাজার টাকা মাত্র। ওখান থেকে বড় জোর পাঁচ হাজার দিতে পারি।

তাহলে চল নেট-এর প্রকাশকদের কাছে যাই।

এরা আবার কারা?

আরে দুনিয়ার খবর রাখিস না, শুধু কবিতা লিখেই যদি বই বের করা যেত তাহলেতো

পরদিন তারা গেল নেট-এর প্রকাশকের কাছে। তিনি তার চেম্বারে বসে একটা পাখির পালক দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিলেন। কান খোঁচানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুঁচিয়ে কুঁচিয়ে মাথার ব্রেন বের করে আনছে...

কি বিষয়?

আমরা একটা বই বের করার ব্যাপারে এসেছি।

ট্যাকা কত আনছেন?

আগেতো বইটা কি সেটা দেখবেন?

আরে বই দেখার দরকার নাই...ট্যাকা কত আনছেন?

পাঁচ হাজার।

আরো পাঁচশ ধইরা দেন... ফটোশপে কারিনা কাপুরের ছবি দিয়া কভার করতে আর্টিসরে দেওন লাগব।

আরে কি বলছেন? প্রব এ্যাষ আমাদের বিশেষ পরিচিত কভার তাকে দিয়ে করিয়ে আনব আমরা আর এটা কবিতার বই...

কবিতার বই? আগে কইবেন না তাইলে সাত হাজার দেওন লাগব।

মানে? দু হাজার বেশি কেন?

আরে ঐ ডারে উপন্যাসের ফর্মায় ফালাইতে ফিইরা লেখতে হইব না...  
অসুবিধা নাই ঐটা আমরাই লেইখা নিমু নে আমগো নিজস্ব রাইটার আছে ।

কবি আব্দুল গফুর আর দেরি করলো না । বন্ধুর শার্টের অস্তিন ধরে টেনে  
হিচড়ে বাইরে চলে এলো ।

আমার বই করার দরকার নাই ।

আরে গাধা এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে? আমার মাথায় একটা বুদ্ধি  
এসেছে ।

কি?

কবিতা কার্ড ।

মানে?

আরে এক সময় কবিতা কার্ড বেরুত । হু হু করে চলতো এক দিকে  
কবিতা এক দিকে ছবি ।

কার ছবি?

কেন তোর । কবির ছবি... নানান স্টাইলে । আমার পরিচিত ভাল ফটোগ্রাফার  
আছে ।

নির্দিষ্ট দিনে ফটোগ্রাফারের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে ভো ভো করে  
রওনা হলো কবি আব্দুল গফুর । কোথায় যে যাচ্ছে আব্দুল গফুর নিজেও  
জানে না । তবে বন্ধু হাসান বলে দিয়েছে ফটোগ্রাফার যা বলে শুনে যাবি ।  
এই ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি মানেই বক্স অফিস হিট । ফটোগ্রাফার ঢাকা  
শহরের শেষ মাথায় এক অচেনা ধু ধু প্রান্তরের পাশে দাঁড়ানো একটি বিশাল  
অর্ধ সমাপ্ত দেয়ালের সামনে সে থামল (থামল না বলে দেয়ালে মোটর  
সাইকেল গোস্তা খেল বলাই উত্তম ।

এর উপরে উঠুন ।

ওখানে উঠব?

হ্যাঁ, ওখানে উঠে শুয়ে পড়ুন...

শুয়ে পড়বো তো পরে কিষ্ট ওখানে উঠব কি করে?

এই যে আমার ঘাড়ে পা দিন ।

আপনার ঘাড়ে ছি ছি কি বলছেন?

আরে ভাই জলদি করেন । সূর্য ডোবার আগে কয়েকটা স্ল্যাপ নিতে হবে ।

বহু কষ্টে উঠা হলো ঐ দেয়ালের উপর । তারপর গুরু হল শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে  
৩২ রকম পোজে ছবি তুলতে তুলতে একেবারে যাকে বলে সাড়ে ৩২

ভাজা... । তারপর হঠাৎ কবি আব্দুল গফুরকে অবাক হবারও সময় না দিয়ে ‘ভাই চলি...’ বলে ভো ভো করে মোটর সাইকেল হাওয়া! মানে? এখন এত উঁচু দেয়াল থেকে আব্দুল গফুর নামবে কিভাবে? গাছে উঠিয়ে মই কাড়া শুনেছেন কিন্তু দেয়ালে উঠিয়ে কাঁধ নিয়ে হাওয়া... এমনটি কখনো ঘটে নি তার জীবনে। এখন উপায়? এই দেয়াল থেকে লাফিয়ে নামা অসম্ভব ব্যাপার... পা না মচকালেও ভাঙবে যে তার সম্ভবনা ১০০%-এর উপর ২% ...অতএব কবি আব্দুল গফুর বসে রইলো দেয়ালের উপর। তার চোখের সামনে সূর্য ডুবছে অসাধারণ এক দৃশ্য

ধূসর আকাশে একটা দেশি মুরগির ডিমপোচ যেন... ডিমের হালি এখন কত কে জানে! বহুদিন ডিম খাওয়া হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে এক্ষেত্রে দেয়ালের পিঠ কবিকে ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন কে জানে!

## পোলাও ভক্ষণং...

এই ঢাকা শহরে জয়নাল সাহেবের দিন যেন আর চলে না। তিনি যে চাকরি করেন আর যে বেতন পান তাতে করে তার সংসার টেনেটুনে কোনো মতে মাসের মাত্র পনের দিন চলে... তারপর সংসারে যেন গিটু লেগে যায়... যে সে গিটু না একবারে স্কাউট গিটু ...বাকি পনের দিন ধার দেনা করে চলতে হয়। এই কারণে তিনি একটা খাতা বানিয়েছেন। লালমলাটের শক্ত বাঁধাই করা খাতা। সেই খাতায়, চাইলে ধার পাওয়া যাবে এমন এক ডজন বন্ধুর টানা লিস্ট, তাদের ফোন নম্বর, বাসার ঠিকানা, ই-মেইল... সব বিতং লেখা আছে। মাসের পনের তারিখ এলেই তিনি এই বিশেষ খাতা বের করেন। এবং ঠিক করেন এই মধ্যমাসে কোনো বন্ধুকে ফোন করা যায় টাকা ধার করার জন্য।

...যেমন আজ পনের তারিখ তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে খাতা বের করলেন। এ কাজগুলো অবশ্য তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার চোখের আড়ালেই করেন। ধার-দেনার কেচ্ছা কাহিনীতে তাদের জড়িয়ে লাভ কি? আফটার অল সংসারের ঘানির জোয়াল যেহেতু তার কাঁধেই এখনো নাস্ত আছে।

...তো এ মাসের মধ্য তারিখের টার্গেট স্কুল জীবনের বুজুম ফ্রেন্ড গফুর আলি... জয়নাল মোবাইলে নাম্বার টিপে টিপে ফোন দেয়...!

হ্যালো গফুর?

হ্যাঁ বলছি... কে?

আমি জয়নাল।

আরে জয়নাল শালা... এতদিন পর কোথেকে তুই?

আছি আছি বেঁচে আছি...

তাতো বেঁচে থাকবিই... তোকে বলেছিলাম মরার আগে মিস কল দিতে সেটা যখন দিস নাই তার মানে বেঁচেই আছিস...তা কি খবর বল?

একটা দরকারে ফোন দিলাম দোস।

কি দরকার?

সামনা-সামনিই বলব... তুই তোর অফিসে আছিস?

আছি, চলে আয়।

দুপুরের দিকে জয়নাল, বন্ধু গফুরের অফিসে গিয়ে হাজির হলো। গফুর তখন দুপুরের লাঞ্চ করতে বাসায় রওনা দিয়েছে মাত্র।

ওহ এসেছিস... চল বাসায় চল।

বাসায় কেন?

আমি দুপুরের খাবার বাসায় খাই। অফিসের কাছেই বাসা নিয়েছি...চল চল আমিতো খেয়ে এসেছি।

আবার খাবি আমার সাথে, অসুবিধা কি?

অস্বস্তি নিয়ে চলল জয়নাল গফুরের সাথে তার বাসায়, টাকা ধারের ব্যাপারটা ঠিক কখন বলা যায় সে বুঝে উঠতে পারছে না। বাসায় গিয়ে দেখে জয়নালের বউ নেই, কোথাও গেছে। ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে... মন্দের ভাল। গফুর হাত মুখ ধুতে গেল। এই ফাঁকে বাড়ির কাজের মেয়ে টেবিল সাজাচ্ছে। খাবার দাবার আনছে।

খেতে বসে জয়নাল আশ্চর্য হল ভাত না পোলাও...!

পোলাও দেখছি! কোনো স্পেশাল ডে নাকি আজ তোদের? জয়নাল জানতে চায়।

না ...আমিতো প্রতি মাসের পনের তারিখের পর থেকে বাকি মাস টানা পোলাও খাই।

মানে? জয়নাল অবাক!

মানে পোলাও খাই, ভাত খাই না।

বলিস কি? আমারতো মাসের পনের তারিখের পর সংসারই চলে না। ধার দেনা করতে রাস্তায় নামি যেমন আজ এসেছি তোর কাছে (চাল্লে বলে ফেলে জয়নাল)।

ও... তুই তাহলে আমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছিস?

ঠিক তাই।

এবার গফুর খাওয়া বন্ধ করে একটা অট্টহাসি দিল। হাসির চোটে ডাইনিং টেবিলের বাসন-পত্র নড়ে উঠল যেন।

হাসলি যে?

হাসলাম... তুই আমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছিস শুনে।

মানে?

মানে হচ্ছে আমি কেন মাসের পনের তারিখ থেকে পোলাও খাই জানিস?

কেন?

কারণ তোর মতো আমারও মাসের পনের তারিখে সংসারে গিটু লেগে যায়। তখন বাড়ির পাশের দোকান থেকে বাকিতে পোলাও এনে খাই!



কিস্তি পোলাও কেন?

ঐ হারামজাদা দোকানদার সাধারণ চাল রাখে না ... পোলাও-এর চাল রাখে,  
হয়ত আমার মত হাভাতে টাইপ চাকরিজীবীকে টাইট করার জন্য ।

জয়নাল সাহেবের আর বাল্যবন্ধু গফুরের কাছে টাকা ধার করা হয় না । বাড়ি  
ফিরে বাড়ির পাশের মুদির দোকানে ঢু মারেন । ধার করা টাকায় বাজার সদাই  
না করে বরং বাকিতেই চলুক দোকানি যখন পরিচিত আছে ।

চাল দাও পাঁচ কেজি, মাস শেষে বেতন পেলে টাকা নিও ।

দিয়েন ... তবে চাল কিস্তি পোলাও এর... এমনি চাল রাখি না ।

দাও পোলাও-এর চালই দাও ।

...ব্যাস জয়নাল সাহেবেও ঢাকা শহরের অনেক চাকরিজীবীর মতো মাসের  
পনের তারিখ থেকে থুড়ি ষোল তারিখ থেকে পোলাও খেতে শুরু করলেন ।

## ফান

দেশে এখন ফানের ছড়াছড়ি। টিভি অ্যাডে ফান নাটকে ফান পত্রিকায় ফান (সাপ্লিমেন্ট)। কিন্তু এই ফানটা এল কিভাবে। বহু আগে আমার যদুর মনে আছে দৈনিক পত্রিকায় বা সাপ্তাহিকে শিব্রাম চক্রবর্তী স্পেশাল ‘অল্প-বিস্তর’ টাইপ ফান থাকত। একটা খবর তার সঙ্গে একটা ফাউ কটাক্ষ। তারপর এল ‘কৌতুক’ হেডিং থাকতো ‘একটু হাসুন’ বা ‘হাসতে নেইকো মানা’ বা ‘হাসতে হাসতে খুন’ এই টাইপ। এই কৌতুকগুলো (জোক নয় কিন্তু) থাকতো একবারে পত্রিকার কোণার দিকে খুবই হেলাফেলায়। তখনও কার্টুন আসতে শুরু করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন পকেট কার্টুনের আবির্ভাব পত্রিকার কোণায়। তারপর অচিরেই বাউন্স করে একদম মধ্য পাতায়...বড় সড় আকারে ...তাও হঠাৎ হঠাৎ ...তারপর একদিন হঠাৎ ... কিংবা হঠাৎ একদিন... পুরোপাতা জুড়ে কার্টুন শুধু কার্টুন। তারও কিছুদিন পর ...ষোল পাতার আলাদা সাপ্লিমেন্ট একটা। মূল পত্রিকার ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকে, বাড়া দিলে আছড়ে পড়ে (এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত ফান বিশ্লেষণ... একটা হাইপোথিসিস)।

সেই ফান সাপ্লিমেন্টের কোনটার এখন তিনশ সংখ্যা কোনটার চারশ সংখ্যা কোনটার বা পাঁচশ সংখ্যা চলছে।

বরং আমরা এইরকম একটা ফান সাপ্লিমেন্টের সম্পাদকের ইন্টারভিউ নিতে পারি। কি বলেন তিনি বা বলতে চান তিনি...

আপনার ফান পত্রিকার তো পাঁচশ সংখ্যা বেরুল?

তা বেরুল।

আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

জি ভালো। আমি প্রচুর ফোন পাচ্ছি... ভক্তদের... তারা উদ্বেলিত।

কই আমার সামনেতো কোনো ফোন আসছে না?

ভাইব্রুটে দেওয়া আছে যে... তাই বুঝতে পারছেন না।

সম্পাদক এই পর্যায়ে ফোনটা টেবিলের উপর রাখলেন। এবার সত্যি সত্যি কেঁপে উঠল, না ফোনটা না, টেবিলটা।

ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!! চারদিকে চেচামেচি হাউকাউ... ইন্টারভিউ মাথায় উঠল যে যেকোনো পারে ছুটলো জান বাঁচানো এখন ওয়ারিদ (ফরযও না ওয়াজিবও না ওয়ারিদ...ওয়ারিদই নাকি সবচেয়ে সস্তা!)

এই সময় দেখা গেল একজন তখনও কাগজ কলম নিয়ে লিখে চলেছে ।

আরে ভাই পালান... ভূমিকম্প হচ্ছে...

সম্ভব না । আমি এই ফান সাপ্লিমেন্টের একজন কন্ট্রিবিউটার... নিয়মিত লিখি ।

আরে রাখেন আপনার লেখা রিখটার স্কেলে ছয় মাত্রার ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে ।

আরে ভাই ভূমিকম্প হবে দশ বারো সেকেন্ড আর আমার এই লেখা যুগ যুগ টিকে থাকবে ।

তবে থাকুন আপনি ...যুগ যুগ টিকে...বলে প্রশ্নকর্তা ছুটে পালাতে গিয়ে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারালেন মতান্তরে অজ্ঞান হলেন । তিনি অজ্ঞান হয়ে থাকুন আমরা ফানে ফিরে যাই...

‘দেশে এত ফান পত্রিকা কেন?’ এক বিদগ্ধজনকে প্রশ্ন করেছিলাম ।

‘কারণ দেশে প্রতি মুহূর্তেই ফান তৈরি হচ্ছে ।’

‘যেমন?’

‘যেমন ধরুন আমার মেয়ের কথাই বলি বেচারার শখ মেডিকলে পড়বে ।

ডাক্তার হয়ে দেশ ও পাঁচের সেবা করবে ।’

‘দেশ ও পাঁচ? বলুন দেশ ও দেশের ...’

‘না না ঠিকই বলেছি ...আজকাল প্রতি দশ জনে পাঁচ জন থাকে খারাপ লোক । আমার মেয়ে খারাপ লোকদের সেবা দিতে নারাজ...’

‘আচ্ছা ঠিক আছে গল্পটা শেষ করুন ।’

‘তো মেয়ে বহু যুদ্ধ করে ভোর ছটায় লাইনে দাঁড়িয়ে বারটায় মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার ফরম যোগাড় করল । ফিলাপ করে জমা দিতে হবে । হাতে সময় আছে দুদিন...স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের সনদপত্র লাগবে । কিন্তু ওয়ার্ড কমিশনার পলাতক!’

‘বলেন কি? তারপর?’

‘তারপর আর কি, জাতি একজন সম্ভাবনাময় ডাক্তার হারাল... যে দেশ ও পাঁচজনের সেবা করত!’

‘ফান কোথায়? এতো মর্মান্তিক!’

‘না এটা ফান হিসেবেই ধরতে হবে । তাহলে মর্মান্তিক একটা ঘটনা শুনাই ।’

‘শুনান ।’

‘আমার শালার চাকরি হয়েছে । কাগজপত্র জমা দিতে হবে । তারও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের চারিত্রিক সনদপত্র লাগবে । সরকারি চাকরি বলে কথা । গেল ওয়ার্ড কমিশনারের কাছে ...’

‘তারপর তিনি দিলেন?’

‘তিনি ছিলেন না।’

‘অফিস টাইমেও তিনি ছিলেন না?’

‘তিনার অফিসে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন জেলে। নারীঘটিত কোন একটা কেসে তার ছয় মাস জেল হয়েছে।’

‘তাহলে আপনার শালার চারিত্রিক সনদপত্র নেওয়া সম্ভব হয় নি?’

‘না।’

‘আর চাকরি?’

‘সে এখন ব্যবসা করে...’

আবার পিছনে ফিরে যাই। সেই আছড়ে পড়া প্রশ্নকর্তার জ্ঞান ফিরেছে।

ভাই আমি কোথায়?

আপনি একটি ফান সাপ্লিমেন্টের অফিসে।

ভূমিকম্প?

হয়েছিল... ছোট মাত্রার কিছু হয় নি। সবাই চলে গেছে... আপনিও বাড়ি যান প্রশ্নকর্তা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। লোডশেডিং-এর কারণে রাস্তাঘাট অন্ধকার। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে এল এক মূর্তিমান মূর্তি।

আপনি কে?

ধরা পড়লে ছিনতাইকারী না হলে দার্শনিক বলতে পারেন।

মানে ঠিক বুঝলাম না।

ফান সাপ্লিমেন্ট পত্রিকা অফিস থেকে বের হলেন... আপনি যদি না বুঝেন কে বুঝবে? আরে ভাই ধরা পড়লেতো বুঝেনই কিল ঘুষি একটাও মাটিতে পড়ে না, সব ছিনতাইকারীর পিঠে। আর ধরা না পড়লে আমার নিজেকে দার্শনিক মনে হয়... নিজের টাকা পয়সা পাবলিকের পকেটে কি করে ঢুকে ভেবে পাই না... এত ভাবি যে নিজেকে

বুঝতে পেরেছি আর বলতে হবে না... নিন দু হাজার টাকা? ফান সাপ্লিমেন্টে লেখালেখি করে বিল পেয়েছিলাম। ভাই দার্শনিক সাহেব আপনার নামটা বলবেন কি প্লিজ?

নামে কি? কাজেই পরিচয়।

না মানে নামটা জানা থাকলে ...এরপর থেকে আপনার নামেই লিখব। বিল যেহেতু আপনার পকেটেই যাবে।

## বায়োডাইভারসিটি...

আজকাল আড্ডা মানেই...রাজনীতি । দেশটা কোন দল কোথায় কততে বিক্রি করছে বা করে ফেলছে...এই জাতীয় । এবং এজাতীয় আড্ডা এক পর্যায়ে উত্তপ্ত বাক্যালাপ... কাপ পিরিচ ভাঙচুর...কখনো কখনো হাতাহাতিতে গিয়ে যবনিকাপাত ঘটে । কিন্তু একদিন এক আড্ডায় গিয়ে দেখি কঠিন এক বিষয় নিয়ে আড্ডা চলছে । বিষয়টা হচ্ছে বায়োডাইভারসিটি... মানে বাংলায় যাকে জীববৈচিত্র্য বলে । সেই আড্ডায় জীববৈচিত্র্যের সঙ্গাটা একজন দেয়ার চেষ্ঠা করছিল ।

জীববৈচিত্র্য হচ্ছে ...একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অন্ত ও আন্তঃপ্রজাতিক এবং বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যকে জীব বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে ।

এতো বইয়ের ভাষা হয়ে গেল ...আরো সহজ করে বলা যায় না?

যাবে না কেন...এই যে বৈচিত্র্যময় জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রাণী ও অণুজীব...এদের জীন সমষ্টি এবং এদের সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রই ...

জীববৈচিত্র্যের থেকে আলোচনা অচিরেই গেল পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য যে কি রকম হুমকির মুখে...ইত্যাদি ইত্যাদি । এর মধ্যে একজন মন্তব্য করে বসল, জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে কথাটা আমি বিশ্বাস করি না ।

মানে?

মানে কথাটা ভুল ।

কেন?

আরে আমার বাসার ভেতরের কাঁঠাল গাছে দশ বছর আগে দশ-বারডার বেশি কাক বসত না এখন প্রতিদিন কম করে হলেও পঁচিশটা কাক এসে । এমন হাউ কাউ শুরু করে যে দিনের বেলা ঘুমানই মুশকিল ।

এটা জীববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা হলো না ।

কিসের ব্যাখ্যা হলো?

এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা একটাই— তোর বাসা একটা আবর্জনার ডাম্প, তাই কাক আসে এটা জীববৈচিত্র্য না...

হোয়াট? আমার বাসা আবর্জনার ডাম্প?

তাছাড়া তুই বললি দিনের বেলা ঘুমাতেই পারিস না কাকের যন্ত্রণায় । দিনের বেলা ঘুমাবি মানে? যদূর তোর সম্পর্কে জানি তুই দিনের বেলা অফিসে ঘুমাস । এখন কি তার মানে অফিস ফাঁকি দিয়ে বাসাতেও...?

ব্যাস জীববৈচিত্রের মতো একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় পানি লেগে গেল। সুনামির পানি যেমন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তেমনটাই হলো এ আড্ডায়। আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম রাজনীতি ছাড়াও আড্ডা তাহলে ভেঙে যায়... কথার মারপ্যাচে?

ফের জীববৈচিত্র্যে ফিরে আসি। জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির মুখে। কারণ যথেষ্ট নগরায়ন হচ্ছে, গাছ-টাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। অবশ্য গাছ কাটা আমাদের জাতীয় রোগ বিশেষ কিংবা হবিও বলা যায়। প্রায়ই কাগজ খুললেই দেখা যায় একজন আরেকজনের উপর রাগ ঝাড়তে শ শ গাছ কেটে ফেলছে রাতের অন্ধকারে। এতো গেল গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাজ। কিন্তু কাগজে যখন দেখি জাহাঙ্গীরনগর ভার্শিটির মতো বিদ্যাপিঠে লাইন ধরে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে বন্ধের দিনে, তখন মনে হয় প্ল্যানচেট করে সেলুকাসের আত্মাকে ডেকে আলেকজেভারের মতো আমিও বলি, 'সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!'

সব শেষে একটা নরমাল জোক আর একটা প্র্যাক্টিক্যাল জোক শোনা যাক। ঐ জীববৈচিত্র্য নিয়েই।

প্রথমে নরমাল জোক। এক বাচ্চা বিজ্ঞানমনস্ক এক কিশোরকে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা এ্যালিয়েনরা কি আমাদের এই জীববৈচিত্র্যের মধ্যে পরে?

ওরা আমাদের এই গ্রহে আসলে পরে নইলে পরে না।

আচ্ছা ওরা কবে আসবে?

যেদিন এই পৃথিবীতে ওদের পর্যবেক্ষণ করার মতো আর কোনো 'বৈচিত্র্য' থাকবে না!

এবার প্র্যাক্টিক্যাল জোক শোনা যাক একটা...

লাউয়াছড়া ঘুরে এসে কয়েকজন চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, লাউয়াছড়ায় জীব-বৈচিত্র্যের ভয়ঙ্কর অবস্থা।

কী রকম?

লাউয়াছড়াতে উল্লুক দেখলাম না একটাও।

কেন তোরাই না হয় থেকে যেতি।

## মাথায় কাঁঠাল পতন

টিআইবি (ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ) বলেছে তাদের জরিপে দেখা গেছে পুলিশ প্রশাসন নাকি সব চেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের একজন কর্মকর্তা পুলিশের নানা কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন গভীর রাতে পুলিশ আর কুকুর ছাড়া রাস্তায় কাউকে দেখা যায় না।...এ প্রসঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ দ্বিমত পোষণ করছি। কারণ আমি দুই দুইবার দুটি টিভি চ্যানেলে রাতের ঢাকার অতিথি (!) হয়ে রাত বারোটা থেকে ভোর পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছি টিভি ক্রু উপস্থাপকদের সঙ্গে কিন্তু কোথাও কোনো পুলিশ দেখিনি কুকুরও দেখিনি তবে প্রচুর মহিষ দেখেছি। দল বেঁধে শত শত মহিষ হেঁটে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে।

এক টিভি ক্রু তো প্রশ্ন করে বসল, এতো মহিষ কোথায় যাচ্ছে?  
খুব সম্ভব গরু হতে। আরেকজনের বিচক্ষণ উত্তর।

মানে?

মানে কাল সকালে বাজার করতে গিয়ে যে গরুর গোস্ত কিনবেন এরা তারাই। আমরা আবার পুলিশ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমি কখনোই কোন পুলিশকে খারাপ ভাবতে চাই না। কারণ আমার শহীদ পিতা ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার। তাঁকে নিয়ে আমার একটা স্মৃতি আছে। তখন আমরা কুমিল্লা থাকতাম, ঠাকুর পাড়ায়। বাবা তখন ছিলেন ডিএসপি। একদিন বাসার সামনের মাঠে খেলছিলাম। হঠাৎ ঘরের ভেতর বাবা চিৎকার শুনতে পেলাম আমরা।

গেট আউট! গেট আউট!!

আমরা খেলা বন্ধ করে দেখি। আমাদের বাসার ড্রইং রুম থেকে এক সুদর্শন লোক মাথা নিচু করে হাতে একটা এটাচি কেস নিয়ে বের হচ্ছে। আর বাবা পেছন থেকে চিৎকার করছেন— গেট আউট! গেট আউট!!

পরে মার কাছে শুনলাম। এটাচি কেস হাতের লোকটি ছিল একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন। সে কোনো একটা ঘটনায় ফেঁসে গেছে, এসেছিল বাবাকে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করতে।

ঘুম প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যাক । কোন একটা অফিসে এক লোকের কাজ উদ্ধার হচ্ছে না । ঘুম না দিলে হবেও না । সে অবশেষে ঘুম নিয়ে হাজির হলো । কিন্তু তাকে থামানো হলো ।

কোথায় যান? পিয়ন জানতে চাইল ।

ইশারায় লোকটি জানাল সে ঘুম দিতে যাচ্ছে ।

মাফ করবেন উনি ঘুম খান না ।

খান না?

না ।

বলেন কি? তাহলে কিভাবে হবে!

তখন পিয়ন গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল ‘অফিসে খান না... ।’

কোথায় খান?

ঐ যে অফিসের বাইরে কাঁঠাল তলা দেখছেন ওখানে লাঞ্চ টাইমে ।

লোক ঘুম নিয়ে কাঁঠাল তলায় গিয়ে হাজির । যথাসময়ে অফিসার সাহেবও হাজির । লেনদেন হয়ে গেল । এ সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল । একটা পাকা কাঁঠাল খসে পড়ল (মাথায় কাঁঠাল ভাঙা আর কি!) কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কার মাথায়? অর্থাৎ কার মাথায় পড়া উচিত পাঠক ভেবে বের করুন ধরে নিন এটা একটা গুগলি কুইজ!

(আসলে কাঁঠালটা কাকতালিয়ভাবে পড়েছিল ঘুমদাতার মাথায় । কারণ যেই লোক ঘুম খেল তার কাজটা আসলে হবে না । কারণ যেই লোক ঘুম খেল এই লোক ঘুম খায় কিন্তু কাজ করে না । কাজেই কিছুদিন পর লোকটি যখন দেখবে ঘুম দেওয়ার পরও কাজ হলো না । তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পড়বে । সেই কাঁঠালটা একটু অ্যাডভান্স পড়ল এই আর কি!)



## তারা তিনজন

কিছুদিন আগে দেশের ট্রাফিক জ্যাম প্রসঙ্গে কোনো এক মন্ত্রী নাকি বলেছেন, খালি গাড়ি চলতে পারবে না রাস্তায়। গাড়ির সব সীট ফিলাপ করিয়ে গাড়িওলারা চলবেন। উত্তম প্রস্তাব। ঠিকইতো বাসগুলোতে ঠাসাঠাসি ভির করে চলবে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আর প্রাইভেট কার একজন দুজন নিয়ে হুশহাস করে ছুটে যাবে আরামে এটা হতে পারে না। হোক না তার ব্যক্তিগত গাড়ি। কভি নেহি...।

মন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর বাস স্ট্যান্ডে তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল, তারা কোনো কিছুই পাচ্ছিল না তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য। এ সময় দেখে একটা প্রাইভেট কার আসছে একজন মাত্র চালক। তারা ছুটে গিয়ে বহু কষ্টে থামাল গাড়িটা। সম্ভবত গাড়ির মালিক একাই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে জানালার কাচ নামিয়ে অবাক হয়ে গলা বার করলেন।

কি ব্যাপার? আমার গাড়ি থামালেন যে? আপনারা কারা? কি চান?

আমরা সাধারণ পাবলিক।

তা কি ব্যাপার আমার গাড়ি থামালেন কেন?

কেন আপনি জানেন না?

কি জানব?

অর্থমন্ত্রী কি বলেছেন।

কি বলেছেন?

তিনি বলেছেন গাড়ি খালি নিয়ে যাওয়া চলবে না। আপনার গাড়িতে তিন সিট খালি আছে আমাদের নিয়ে চলুন।

হতভম্ব গাড়ির মালিক দ্রুত গাড়ির কাচ নামিয়ে হুশ করে বের হয়ে গেলেন।

তারা তিনজনও হতভম্ব! কি আশ্চর্য! লোকটা মন্ত্রীর কথার গুরুত্ব দিল না।

এ লোক তো রাষ্ট্রদ্রোহী। মন্ত্রীর কথা না শুনে চলে গেল। ঠিক ঠিক এই ধরনের লোকজন রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক যারা রাষ্ট্রের কথা শুনে না।

চল লোকটাকে ধরি।

ঠিক ঠিক।

তারা তিনজন তখন মরিয়া। একটা সিএনজিকে হাতে পায়ে ধরিয়ে রাজি করাল ঐ গাড়িটার পিছনে পিছনে যেতে। সিএনজিওলা চড়া ভাড়ার বিনিময়ে রাজি হলো।

তারা ছুটলো। ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা বিশাল অফিসের সামনে থামল। কারণ ঐ লোকটিও ঐ অফিসের সামনেই তার গাড়ি থামল। লোকটা তারা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি লক করেছে সময় তারা তিনজন গিয়ে হাজির। কি ব্যাপার আপনারা? আপনারা না কিছুক্ষণ আগে আমার গাড়ি থামিয়েছিলেন? জি জি। আমরা সিএনজি নিয়ে আপনার পিছন পিছন এসেছি।

কেন?

কারণ আপনি অর্থমন্ত্রীর কথা না শুনে চলে গেছেন। আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী।

ও তাই? তা এখন আমাকে কি করতে হবে?

আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে আমরা সরকারের হাতে তুলে দিতে চাই।

উত্তম প্রস্তাব আপনারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমি আমার এই ব্যাগটা আমার অফিসে রেখে আসি।

ঠিক আছে আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

লোকটা চলে গেল ব্যাগ নিয়ে। তারা তিনজন দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর একটা পুলিশের ভ্যান এল। তারা খুশি হয়ে ওঠল। যাক তাহলে থানা পর্যন্ত যেতে হচ্ছে না। এদের হাতে সেই রাষ্ট্রদ্রোহীকে বুঝিয়ে দিলেই হলো।

কিন্তু দেখা গেল পুলিশ তাদের এয়ারেস্ট করতেই এসেছে। একজন বিশিষ্ট সন্মানিত ব্যক্তিকে উত্থাপিত করার অপরাধে... অমুক অমুক ধারায় ইত্যাদি ইত্যাদি... যাহোক তারা তিনজন মানে মানে হাজতে ঢুকে গেল। মানে ঢুকতে বাধ্য হল। তারা আলোচনায় বসল টক শোর মতো আর কি (বিষয়টা যদিও তখন সত্যি সত্যিই টক হয়ে উঠে চুয়া ঢেকুর উঠার অবস্থা!)

ঘটনা কি? এমনটা হলো কেন?

তাইতো বিষয়টা বুঝলাম না আমরা কেন জেলে ঢুকলাম?

আমার মনে হয় আমাদের একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

ভাই আমি একজন উকিল। তারা তিনজনই আশ্চর্য হয়ে পিছনে তাকাল দেখল তাদের সঙ্গে হাজতে চতুর্থ একজন বসে আছে।

আপনি উকিল?

জি।

কিন্তু আপনি হাজতের ভেতরে কেন?

বাহ উকিল হলেও আমিও তো মানুষ অপরাধতো আমিও করতে পারি।

আমিতো আইনের ঊর্ধ্ব না।

তা ঠিক । কিন্তু আমাদেরতো দরকার আমাদের হয়ে আইনি লড়াই করতে পারে এমন একজন উকিল ।

ভাইরে লাভ নাই আপনারা যে লোকের কারণে এখানে আসলেন সে একজন বিরাট মন্ত্রীর আত্মীয় । কোনো লাভ হবে না টানা ছয় মাস জেল খাটতেই হবে ।

কিন্তু...

আরে ভাই সূর্যের চেয়ে বালি গরম সে খেয়াল আছে?

তাহলে কি করা যায় বলেন তো?

কি আর করবেন উকিল হিসেবে আমাকেই নিতে হবে ।

কিন্তু আপনিতো জেলের ভেতর আমাদের মতই আসামী ।

তবে না শেষ পর্যন্ত তারা সেই উকিলের কারণেই জেল থেকে বেরুতে পেরেছিল । আইনি লড়াই করে নয় বেআইনি গর্ত করে । জেলখানার ভেতর থেকে একদম বাইরে পর্যন্ত সুরঙ্গটা সেই উকিল সাহেব এক হাতেই করেছিলেন । তারা তিনজন ছিল পিছন পিছন ।

জেল থেকে বের হয়ে উকিল সাহেব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী আমাদের জেলে থাকার কথা । আমরা নিয়মটা ভেঙেছি আইন নয়' উকিলকে বিদেয় দিয়ে তারা আবার আলোচনায় বসল—

আচ্ছা কাজটা কি ঠিক হলো?

কোনটা?

এই যে আমরা বেআইনি ভাবে সুরঙ্গ কেটে জেল থেকে পালালাম ।

কোন মন্ত্রী মিনিস্টার জেল থেকে পালানো নিয়ে কোনো বক্তব্য যখন দেন নি তখন মনে হয়...

কি মনে হয়?

উই আর সেফ!

## গাধা সমাচার

টিভি খুললেই টক শো। সব মানুষের টক শো। আচ্ছা প্রাণীকুলের টক শো হতে পারে না? কল্পনা করতে দোষ কি?

এক গভীর জঙ্গলে কুকুর, ঘোড়া আর গাধা টক শো করছে। কুকুর বলছে—  
আমি মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রাণী সেই আদি কাল থেকে মানুষদের জান মাল পাহাড়া দিয়ে আসছি। আমরা ছাড়া মানুষ এখনো অচল...

ভুল বললে, বাধা দেয় ঘোড়া। আমরা মানুষকে এখানে ওখানে নিয়ে গেছি এখনো যাচ্ছি... আর সেই আদি কালে মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শত শত মাইল পারি দিয়ে কে নিয়ে গেছে?

সবই গুনলাম... তবে আমার কিছু বলার আছে। গম্ভীর গাধা নাক গলায়।  
'তোমরা দুজন হয়ত এক সময় মানুষের জন্য খুবই উপকারী ছিলে কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই।

কেন? কুকুর ঘোড়া দুজনই জানতে চায়

কারণ মানুষ এখন ক্রমে ক্রমেই ডিজিটাল হয়ে উঠছে। নানা রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে... যন্ত্র নির্ভর হয়ে উঠছে প্রতিদিন সেখানে কুকুর আর ঘোড়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। তবে...

তবে? কুকুর আর ঘোড়া দুজনেই ফের তীব্র চোখে তাকায়।

তবে মানুষের মধ্যে গাধারা কিন্তু সবসময়ই থাকবে।

গাধা নিয়ে আরেকটা গল্প।

এটা অবশ্য এক রাজ্যের গল্প। এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজা ঠিক করলেন শিকারে যাবেন। রাজ জ্যোতিষকে ডেকে বললেন

রাজ-জ্যোতিষ আজকের আবহাওয়ার কি অবস্থা?

নিশ্চিন্তে শিকারে যান মহারাজা। আবহাওয়া চমৎকার। প্রখর রোদ উঠবে... রৌদ্র করোজ্জল সূর্য থাকবে মধ্য গগণে... ইত্যাদি ইত্যাদি

রাজা বেরুতে যাবেন। এ সময় তার ব্যক্তিগত ধোপা ছুটে এসে বলল,  
মহারাজা গোস্তুকি মাফ করবেন।

কি বলবি জলদি বল।

মহারাজা আজ কি শিকারে না বেরুলেই নয়? আবহাওয়া খারাপ করতে পারে ভয়াবহ রকমের।

আরে যা যা... রাজ জ্যোতিষি বলল... প্রথর রোদ...আর উনি এসেছেন...  
রাজা আর দেরি করলেন না । হাতি চড়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চললেন শিকারে ।  
কিন্তু বেশি দূর যেতে হলো না হঠাৎ আকাশ কালো করে হ্রমুর করে বৃষ্টি  
শুরু হল তারপর শুরু হল ঝড়-ঝঞ্ঝা... রাজার অবস্থা কোরোসিন । বহু কষ্টে  
হাচরে পাচরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন । ফিরে এসেই রাজ জ্যোতিষিকে  
জেলে ঢুকালেন আর ডেকে পাঠালেন তার ব্যক্তিগত ধোপাকে ।

আজ্ঞে হুজুর ডেকেছেন?

হু । তুই কি করে জানলি যে আজ ঝড়-ঝঞ্ঝা হবে? তুই কি জ্যোতিষি জানিস?  
আজ্ঞে না ।

তাহলে কি করে বললি?

আজ্ঞে আমার গাধাদের দেখে ।

কিরকম?

আমার গাধাদের লেজ যদি ফুলে উঠে তখন বুঝি বৃষ্টি হবে আর যখন দেখি  
লেজটা ফুলে উঠে উচু হয়ে আছে তখন বুঝি ঝড় ঝঞ্ঝা হবে । গতকাল তাই  
হয়েছিল মহারাজা ।

মহারাজা ধোপাকে হিড়ের আংটি পুরস্কার দিয়ে তার গাধাগুলো সব নিয়ে  
নিলেন । তারপর থেকে সব রাজাদের আশে পাশে থাকে গাধারা...!!

হঠাৎ গাধা নিয়ে পড়লাম কেন?

আগে বলা হত অমুক গাধার মতো কথা বলছে । কিন্তু এখন আর ‘মতো’  
ব্যাপারটা নেই । এখন যেন ...গাধারাই কথা বলতে শুরু করেছে ।

চারিদিকে!!

পুনশ্চঃ বিদেশের এক সমুদ্র সৈকতকে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় করতে । স্থানীয় পর্যটন  
কেন্দ্র একটি গাধাকে শক্তিশালী গ্যাস বেলুন দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দেয় । গাধাটি প্রচণ্ড ভয়  
পেয়ে শূন্যে বুলন্ত অবস্থায় তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে । এই দৃশ্য দেখে লোকজন  
বিশেষ বিরক্ত হয় স্থানীয় পশু-ক্লেশ নিবারণী সংস্থা দ্রুত পুলিশকে খবর দিয়ে গাধাটিকে  
নামানোর ব্যবস্থা করেন । আর পর্যটন কেন্দ্রের সেই কর্তা ব্যক্তিদের (যাদের উর্বর মসিখ  
থেকে গাধাকে শূন্যে তোলার বুদ্ধিটি বের হয়েছিল) দ্রুত গ্রেফতার করানোর ব্যবস্থা করেন ।

## শীত

প্রচণ্ড শীত চারদিকে। রাস্তার মোড়ে মাড়ে সবাই আগুন তাপাচ্ছে। এরকম এক ‘আগুনে আড্ডায়’ হঠাৎ একজন প্রশ্ন করল, এরকম কলজে কাঁপানো শীতের কারণ কি?

শৈত্য প্রবাহের ভাই সাইবেরিয়ার বাতাস... ডাইরেক্ট হিট করছে! একজন বিচক্ষণের মতো বলে।

ঠিকই বলেছেন তবে আসল কথা হচ্ছে কি আগে সাইবেরিয়ার পাখিরা আসত এখন পাখি না এসে শুধু বাতাস আসছে!

কেন?

এ কেনর উত্তর নিয়ে গবেষণার মাঝখানে আরেকজন তার ঠাণ্ডা নাকটা গলায় আরে নারে ভাই এসবই সিটি কর্পোরেশনের কারসাজি।

কি বলছেন?

ঠিকই বলছি, দেখছেন না রাস্তাঘাট পরিষ্কার কোথাও কাগজ পলিব্যাগ কাপড়ের টুকরা এসব পড়ে নেই। যে যা পাচ্ছে তাই জড়ো করে পুড়াচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনকে আর রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করাতে হচ্ছে না। শীতের কারণে সব পুড়িয়ে ফকফকা পরিষ্কার!

তবে এটা ঠিক প্রচুর শীত পড়লে আগুন তাপানোর কারণে রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এইবা মন্দ কি! সব খারাপের একটি ভাল দিক থাকেই।

এর মধ্যে এক লোককে দেখা গেল ফিনফিনে একটা পাতলা শার্ট পড়ে দিব্যি হেঁটে চলেছে। অথচ তার আশপাশে সবাই দু’তিনটা স্যুয়েটার, মাফলার মাঙ্কি ক্যাপ, হাতমোজা পড়ে চলেছে। একজন সাহস করে বলে ফেলল—

ভাই ব্যাপারটা কি?

কি ব্যাপার?

এই যে প্রচণ্ড শীতে আপনি একটা মাত্র পাতলা শার্ট পড়ে আছেন কিভাবে?

ও এই ব্যাপার? ভাইরে এর জন্য আমাকে সাধনা করতে হয়েছে।

কি সাধনা?

টানা তিনরাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তবে পেয়েছি।

কি পেয়েছেন?

এই যে! লোকটা তার পাতলা ফিনফিনে শার্টের পকেট থেকে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের টিকিট বের করে দেখায়। 'এর গরমেই গাটা এখনো দিব্যি গরম আছেই!'

তবে এবারের শীতে নতুন ধরনের এটি প্রশ্ন যোগ হয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। একজন আরেকজনকে দেখলে বলছে—

কিরে কয়টা?

চারটা, তুই?

আমি পাঁচটা।

এই তিনটা চারটা বা পাঁচটার শানে নযুল হচ্ছে কে কয়টা শীত বস্ত্র গায়ে দিয়েছে সেটা নিয়ে এ প্রশ্নোত্তর।

তবে এরকম শীত অবশ্য ঢাকায় আগেও পড়েছিল। মনে আছে নারায়ণগঞ্জের দিকে কিছু তরুণ মিলে 'ওম সেল সেন্টার' খুলেছিল। কিছু না রাস্তার ধারে কাঠ-লাকড়ি দিয়ে বেশ বড় সড় একটা আগুনের কুণ্ড তৈরি করে তারা 'ওম' বিক্রি করছিল। আগুনের পাশে আধা ঘণ্টা বসলেই পাঁচ টাকা। কাস্টমারেরও অভাব ছিল না। লাইন দিয়ে সবাই ওম নিচ্ছিল। এটা পত্রিকায় বেশ ফলাও করে নিউজ হয়েছিল।

সেই তরুণরা এ শীতে কি করছে? এত বছর পর তাদের ফলোআপ থাকার কথাও না। তবে কল্পনা করতে দোষ কি?

আচ্ছা আপনারা সেই তরুণরা না?

আমাদের বলছেন?

জি জি আপনারা সেই যে একবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় ওম সেল সেন্টার খুলেছিলেন?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

তা এখন আপনারা কি করছেন?

ভাই রে এখন আমরা কুকড়ে গেছি!

শীতে?

না।

তাহলে?

মানে শেয়ারের ব্যবসায় নেমেছিলাম তো... ধসে একদম কুকড়ে গেছি!!

তবে না শেয়ার বাজার আবার চাঙ্গা হচ্ছে । আবার ওম ফিরে আসবে সবার মধ্যেই, সেই আশায় থাকলাম আমরা!

পুনশ্চঃ শেষ খবর হচ্ছে চাঁদপুরে বরফ পড়ছে । তবে ৩০০ কেজি ওজনের এক খণ্ড মাত্র, হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে মাটিতে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে । অনেকটা উষ্ণপাতের মতো । যশোরে চার ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা । ঢাকায় সাড়ে আট ।



## সিরিয়াল কিলার

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটা ছায়া। কেউ একজন ওভার কোট পরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আসলে একজন সিরিয়াল কিলার। অপেক্ষা করছে অস্ত্র হাতে ...এ পথ দিয়ে একজন যাবে তখনই তাকে সে সুট করবে...দুম!

কিন্তু কান্ডিত লোকটা আসছে না। সিরিয়াল কিলারের অস্বস্থি হচ্ছে। লোকটা আসতে দেরি করছে কেন? হোয়াই?

সিরিয়াল কিলার বেছে বেছে মানুষ মারে। আজকে যাকে বেছেছে সে এ পথ দিয়েই যাবে একটু পরে। কিন্তু লোকটা দেরি করছে কেন? চিন্তিত সিরিয়াল কিলার ল্যাম্পপোস্টের নিচে হাঁটুগেড়ে বসে বুকে ক্রস আঁকল তারপর হাত জোড় করে বিরবির করে প্রার্থনা করল। প্রার্থনায় সে ঠিক কি বলল সে কথা পড়ে বলছি তার আগে একটা ইন্টারেস্টিং সাইকোলজিক্যাল টেস্ট করা যাক। যারা সিরিয়াল কিলার তারা সাধারণত সাইকো হয়ে থাকে এখন একজন মানুষ সাইকো কি না তা কিভাবে বোঝা যায়? একটা গল্প দিয়ে এই টেস্টটা করতে পারি আমরা (একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে শিখেছি এ প্রক্রিয়াটি)

একটা প্রশ্ন করতে হবে কাউকে (যাকে আপনি টেস্ট করতে চান সে আদৌ সাইকো কিনা।) ‘একটা মেয়ে তার মা মারা গেছে। মাকে কফিনে ঢোকানো হয়েছে একটু পরেই তাকে নেওয়া হবে কবরস্থানে। নানা জায়গা থেকে চেনা অচেনা আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে। হঠাৎ মেয়েটি খেয়াল করল অসাধারণ রূপবান এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড মুগ্ধ হলো তরুণটিকে দেখে, কে সে? তাদের কোনো আত্মীয়? তার খুব ইচ্ছে হলো এগিয়ে গিয়ে কথা বলে কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। কারণ পরিবেশটা আজ সেরকম নয়। তার মার লাশ ঘরে...’

এ ঘটনার দু সপ্তাহ পরে মেয়েটির বড় বোন খুন হল! এখন প্রশ্ন হচ্ছে বড় বোনের খুনি কে?

প্রিয় পাঠক একটু পজ দিলাম। উত্তরটা আপনিও ভাবুন। আর এই ফাঁকে আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ সিরিয়াল কিলারের কাছে ফিরে যাই যে ল্যাম্পপোস্টের নিচে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনায় বসল। প্রার্থনায় কি বলেছিল?

বলেছিল... ‘হে ঈশ্বর লোকটা যেন পথে কোনো বিপদ আপদে না পড়ে ।  
নির্বিন্বে আমার কাছে পৌছায়...!’

এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে ফিরে আসি ।

বড় বোনের খুনি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে যে তৎক্ষণাৎ বলবে—

‘কেন ঐ মেয়েটাই ।’ বুঝতে হবে সেই সাইকোপ্যাথ!

এ পরীক্ষাটি আমি আমার আশপাশের অনেকের ওপরই করেছি সবাই  
তৎক্ষণাৎ বলেছে, ‘কেন ঐ মেয়েটাই!’

কেন?

যাতে সেই ছেলেটাকে আবার দেখতে পায় ।

তার মানে কি আমার আশপাশে পরিচিতরা সবাই সাইকোপ্যাথ?

স্বাভাবিকভাবেই আমি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম । তবে না হঠাৎ একজনকে  
পেলাম যে সঙ্গে সঙ্গে বলল না— ‘কেন ঐ মেয়েটাই!’

সে সময় নিল, তারপর বলল, ‘আহা বেচারী মেয়েটার বোনটাও মারা গেল?  
আচ্ছা ওর মাও কি খুন হয়েছিল?’

না ।

তাহলে বোনটা কেন খুন হলো?

দেখ আমার প্রশ্ন সিম্পল, বোনটার খুনি কে?

না না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ও খুন হয়েছে... এটা হতেই পারে না এক  
পরিবারে দু সপ্তাহের মধ্যে দুটি মৃত্যু কিছুতেই হতে পারে না । নেভার... ।

আমি দেখলাম এবার আমি নিজেই যেন ক্রমশ সাইকোপ্যাথ হয়ে উঠছি!

সাইকোপ্যাথ না হয়ে বরং সাধারণ মানুষ হয়ে থাকা অনেক ভাল । সাধারণ  
এভারেজ মানুষরাই কিন্তু পৃথিবীতে দিব্যি সুখে-শান্তিতে থাকে ।

বরং এভারেজ মানুষের একটা টেস্ট করা যাক । এভারেজ বা সাধারণ মানুষ  
বুঝতে হলে তিনটি প্রশ্ন করতে হবে ।

প্রথম প্রশ্ন, এক থেকে পাঁচের মধ্যে একটা সংখ্যা বলুন ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, পাঁচ থেকে দশের মধ্যে একটি সংখ্যা বলুন ।

তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন, একটি ফুলের নাম বলুন ।

যারা এভারেজ বা সাধারণ মানুষ তারা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলবেন তিন,  
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবেন সাত আর ফুলের নাম বলবেন গোলাপ ।

## যুদ্ধ ও মানবিকতা

এক তরুণী হঠাৎ একটা চেরাগ পেল। প্রাচীনতম একটি চেরাগ। যেখানে জিনি থাকে। তরুণী চেরাগটি ঘষা দিল। হুশ করে বের হয়ে এল এক গাদা সবুজ ধোঁয়া তারপর সেই ধোঁয়া একটা অবয়ব নিল দেখা এবং গেল সত্যিই একটা জিনি... সাধারণত জিনিরা চেরাগ থেকে বের হয়ে প্রথমেই একটা অট্টহাসি দেয় এ ক্ষেত্রে সে গম্ভীর গলায় বলল—

হুকুম করুন মালিকান।

কিস্ত তুমি মনে হচ্ছে নাখোশ?

তা কিছুটা। কারণ আমি তিন হাজার বছর ধরে এই চেরাগের ভেতর আটকা আছি। যদি তিন হাজার বছর আগে আমাকে কেউ মুক্তি দিতে তাহলে তাকে আমি তিনটা বর দিতাম। ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমার একটা বর আই মিন হাজব্যান্ড হলেই চলবে। তাছাড়া আমি এখনই বিয়ের চিন্তা ভাবনা করছি না।

মাফ করবেন মালিকান আমি সে বরের কথা বলছি না। আমি বলছি আপনার ইচ্ছাপূরণের কথা।

ও আচ্ছা, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ আমি তিন হাজার বছর পর তোমাকে মুক্তি দিয়েছি বলে তুমি আমাকে তিনটি বর আই মিন ইচ্ছাপূরণ করতে যাচ্ছ না?

না। মাত্র একটি!

ঠিক আছে আমার একটি ইচ্ছা পূরণ হলেই চলবে।

বলে তরুণী তার ঝোলা খুলে সেখান থেকে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বের করল। তারপর ম্যাপটা জিনির দিকে এগিয়ে দিল—

এই দেখ।

কি দেখব?

এ যে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ।

তাতো বুঝলাম।

এ ওয়ার্ল্ড ম্যাপের এ তিনটা দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। গৃহযুদ্ধই বলা যায়। তো আমাকে কি করতে হবে?

আমি চাই তুমি এসব যুদ্ধগুলো বন্ধ করবে। সমস্ত পৃথিবী আবার মানবিক হয়ে ওঠবে।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো জিনি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলল—  
মাফ করবেন মালিকান। এটা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব না?

কারণ এগুলো মানব সৃষ্ট হাজার বছরের প্রাচীন সব গৃহযুদ্ধ। এগুলো আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি অন্য কিছু চান।

শুনে এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো তরুণীটি। তারপর কিছুক্ষণ জিনির মতোই স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলল—

সেক্ষেত্রে আমাকে এমন একজন পুরুষ সঙ্গি জোগার করে দাও যে হবে...আমার সব কথা শুনবে, আমার ছেলেমেয়েদের হবে প্রিয় বাবা এবং সবচেয়ে বড় কথা সে হবে মানবতাবাদী এক মহান পুরুষ।

কিন্তু একটু আগে আপনি বলেছেন বিয়ের চিন্তা ভাবনা আপনি করছেন না।

তা বলেছিলাম বটে, তবে তোমাকে যেহেতু পেয়েছি তাই একটা চান্স নিচ্ছি, বাই এনি চান্স তুমি যদি আমার শর্তানুযায়ী সেরকম একজন পুরুষ এনে দাও তাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে চাই।

বেশ, জিনি চোখ বন্ধ করে দু হাতে তালি দিল। তারপর কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থেকে বলল—

ইয়ে মাফ করবেন মালিকান, আপনার ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা বের করুন। দেখি যুদ্ধগুলো বন্ধ করা যায় কিনা।

## হাইপোথিসিস

১

(ক্যামেরা খুলতেই দেখা যাবে একটা সাদা মাইক্রো এসে থামবে বুট পড়া দু জোড়া পা দু'দিকে মাঝখানে লুঙ্গি পরা খালি পায়ে এক জোড়া খালি পঁাকে নিয়ে নামবে। তারপর হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখ দেখানো হবে না। রুম্ম মাটির উপর দিয়ে শুধু তিন জোড়া পা হেঁটে যাবে তবে তারা কথাবার্তা বলবে)

চেয়ারম্যান (হাপাতে হাপাতে) ভাই আর কত দূর?  
এইতো চলে আসছি।

চেয়ারম্যান আর হাঁটতে পারতেছি না। মারবেন যখন এইখানেই মারেন না।

চেয়ারম্যান আরে মরার জন্য এত ব্যস্ত হইছ কেন?  
আমি আর পারতেছি না ভাই ... প্লিজ  
আচ্ছা এইখানেই দাঁড়াও।

চেয়ারম্যান রুম্মাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিব?  
দরকার নাই আমি চোখ বন্ধ করে রাখব।  
ঠিক আছে ...

২

(লুঙ্গি পড়া লোকটাকে দাড় করিয়ে ওরা সরে গেল। এক ঝলক বন্দুকের নল দেখা যেতে পারে সেটাও নিচু করা নল। ক্যামেরা হাঁটুর উপরে ওঠবে না কখনই।)

৩

(গুলির শব্দ...ঠাস!  
স্ক্রিন অন্ধকার। নাটকের নামধাম উঠতে পারে।)

৪

(মৃত লোকটার পা দেখা যাবে। শুধু পায়ের পাতা দেখা যাবে। মুখ দেখানো হবে না। এটা একটা স্বপ্ন দৃশ্য। আগে পা ছিল রুম্ম মাটির উপর এবার

ক্যামেরা একটু ওয়াইড হতেই দেখা যাবে লোকটার পা বিছানার উপর, বিছানায় শুয়ে ছিল সে ...এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল এবার ধরমর করে উঠে বসল। সে চেয়ারম্যান গ্রামের। সে ঘুমিয়েছিল তার সাগরেদ ইদ্রিস আশপাশেই ছিল ছুটে এল )

ইদ্রিস                      কি হইল চেয়ারম্যান সাব?  
চেয়ারম্যান              (হাপাতে হাপাতে) একটা বাজে স্বপ্ন দেখলাম...  
ইদ্রিস                      কি দেখলেন?  
চেয়ারম্যান              দেখলাম... দুই জন লোক আমারে ধইরা (থামে কিছু ভাবে) ...বাদ দে। তোরা এইখানে বিষয় কি?  
ইদ্রিস                      আপনি অবেলায় ঘুমাইতেছেন দেইখা ডিসটার্ব করি নাই...আইছিলাম খবর নিতে।  
চেয়ারম্যান              কিসের খবর?  
ইদ্রিস                      আরে ঐয়ে ...ব্রীজের কাজটার কদূর কি হইল?  
চেয়ারম্যান              আরে কইলামতো ...তোরা নাকে তেল দিয়া ঘুমা... ঐ কাম একশ'র উপর দশ পার্সেন্ট সিওর আমরা পাইছি।  
ইদ্রিস                      কিন্তু...  
চেয়ারম্যান              আবার কিন্তু ঢুকায়...  
ইদ্রিস                      না মানে পাকা খবর আছে ঐ পাট্রিও মাঠে নামছে।  
চেয়ারম্যান              নামুক না এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না...  
ধলা                      কি কন ওস্তাদ, সুন্দরবনে এক লগে ৪০০ বাঘ থাকে...  
চেয়ারম্যান              (রেগে) এই বেয়াদ্দপ মুখে মুখে কথা কয়... ঐ চোপ থাক...  
ইদ্রিস                      আচ্ছা তাইলে যাই...  
(ওরা চলে যেতেই। চেয়ারম্যান চোখ বুজে। সে স্বপ্নের ঐ দৃশ্যটা দেখে দুইটা বুট পরা লোক তাকে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ...)

৫

(সীমান্ত পার্শ্ববর্তী একটা গ্রাম। এ গ্রামে ঢোকার মুখে একটা চা বিস্কিটের মুদী দোকান। সামনে একটা বেঞ্চ পাতা। গ্রামের লোকজন চা খায় বসে গল্পগুজব করে যেমনটা হয় আমাদের দেশে... চা দোকানদারের নাম ধরা যাক মদন। এক লোক চা খেতে ফ্রেমে ঢুকবে)

লোক                      ঐ মদনা একটা চা দে।

মদন চা নাই ।  
লোক ঐ, কি কস?  
মদন হ, ঠিকই কইসি বাকির চা বন্ধ । আগের ট্যাকা কিলিয়ার করেন পরে অন্য হিসাব ।  
লোক ঐ হালারপো হালা ... তুই আমারে হিসাব দেখাস...  
মদন দেহেন ভাই গালাগালি করবেন না । এই গেরামে আমার দোকানডাই পরথম দোকান...এই দোকানের একটা ইজ্জত আছে ...লোকজন আমারে হিসাব করে...এই গেরামে ঢুকতে হইলে আমার চোক্ষের সামনে দিয়া ঢুকতে হইব... একটা অচেনা মাছিও...আমারে ফাঁকি দিয়া ঢুকতে পারব না ।  
লোক এহ আমার মাছিওলা আইছে!...চা দিবি কিনা ক?  
মদন আগের হিসাব ক্লিয়ার করেন...  
লোক তাইলে চা দিবি না?

৬

(এই সময় তৃতীয় একজন ঢুকবে ।)  
লোক ২ ঐ কি হইছে? ক্যাচাল কিয়ের?  
লোক কতবড় সাহস আমারে কয় চা দিব না... হিসাব দেহায়...তোর হিসাবের গুণ্টি মারি...(উত্তেজিত । চাওলা মদন নির্বিকার ভঙ্গিতে চা বানায়)  
লোক ২ আরে মিয়া রাখেন, ঐ মদনা দুইডা চা দে... ট্যাকা আমি দিমু ।  
(লোক দুজন বসে । একটু পর চা দিয়ে যায় মদন ।)

৭

লোক ২ খবর কিছু হনছো?  
লোক ১ কি খবর?  
লোক ২ ইদ্রিসের দলতো উজাইছে ।  
লোক ১ উজাইব না চেয়ারম্যান সাবের ডাইরেক্ট ডাইন হাত হইছে সে ।  
লোক ২ এই গেরামেতো সন্তাস ছিল না এখন তো মনে হয়...  
(ওদের কথাবার্তার মাঝে মদন দোকানের কাজ করতে করতে ওদের লক্ষ্য করবে)

- লোক ১                      কি মনে হয়?
- লোক ২                      মনে হয় ঐ নদীর উপর ব্রীজটার টেন্ডার লয়া বড়  
ক্যাচাল লাগব ...বড় ক্যাচাল ।
- লোক ১                      আরে মিয়া আমরা আদার ব্যাপারী আমগো জাহাজের  
খবরের দরকার কি?
- লোক ২                      হেই দিন আর নাই এহন, আদার ব্যাপারী জাহাজে  
কইরা আদার চালান পাঠায়...

৮

(এ সময় এক পাগলী ঢুকবে । মদনের দোকানে গিয়ে বলবে)

- পাগলী                      ট্যাকা দে ট্যাকা দে ট্যাকা দে
- মদন                      ট্যাকা নাই যা যা...
- পাগলী                      না ট্যাকা দে...
- মদন                      আহ পাগলী কামের সময় বিরক্ত করিস নাতো?
- পাগলী                      তাইলে বিস্কুট দে ।

(মদন বিরক্ত হয়ে বয়াম খুলে একটা বিস্কিট দেয় । বিস্কিট হাতে একটুক্ষণ  
দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ চা খাওয়ারত দুজনের একজনের কাপে বিস্কিট চুবিয়ে  
খেতে খেতে দৌড় দেয়)

- লোক ১                      দেখলেন দেখলেন? পাগলীর কাণ্ডটা দেখলেন? চাডা নষ্ট  
কইরা দিল ।
- লোক ২                      আরে এই পাগলী যে হঠাৎ কইরা কই থাইকা  
আইল...জ্বালায়া মারতাছে...

৯

(তরুণ মনসুর পুকুর পারে বসে মাছ ধরছে । এ সময় গাছের আড়াল থেকে  
মিনা খেয়াল করবে । তারা সম্ভবত এখানেই দেখা সাক্ষাৎ করে । মিনা একটা  
গাছের আড়াল থেকে একটা ঢেলা তুলে ছুড়ে মারে পুকুরে । তারপর লুকিয়ে  
যায় গাছের আড়ালে । ঢিলটা পুকুরে পরে একের পর এক বৃত্ত তৈরি করে ।  
মনসুর বিরক্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকায় । খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যায় ।  
মিনা বেড়িয়ে আসে)

- মিনা                      কি কয়ডা মাছ ধরলেন?
- মনসুর                      (ঠাট্টার স্বরে) পরেরটা ধরলে একটা হইত...কিন্তু ঢেলা  
মাইরা দিলাতো শেষ কইরা ।



মিনা                      ভাল করছি। গেরামে আর পুকুর নাই? আমগো বাড়ির  
 পাশের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন কেন?  
 মনসুর                    কেন আসি বুঝ না?  
 মিনা                      না বুঝি না, বুঝতে চাইও না... আমি গেলাম।  
 মনসুর                    দাঁড়াও দাঁড়াও... (ছিপ ফেলে উঠে আসে।)  
 মিনা                      কি বলবেন বলেন।  
 মনসুর                    আমি ঢাকায় একটা চাকরির ধান্দায় আছি... হইলেই চলে  
 যাব। হওয়ার সম্ভবনাও খারাপ না।  
 মিনা                      চলে যান... না করছে কে?  
 মনসুর                    গেলে তোমাকে নিয়াই যাব, যাইবা না?  
 (ক্যামেরা মিনার উপর ক্লোজ)

১০

(একটা সাদা মাইক্রো গাড়ির চাকা দেখা যাবে। চেয়ারম্যানের স্বপ্নের সাথে মিল আছে। একজোরা পা নামবে, হাতে কাগজে মোরানো একটা কিছু। গাড়িটা থামবে মদনের চায়ের দোকানের পাশে। গাড়ির শব্দে মদন তাকাবে।)

(সেই মদনের চায়ের দোকান। একটা লোক আসে, পোষাকে আসাকে শহুরে। বয়সে তরুণ। হাতে খবরের কাগজে মোড়ানো একটা কিছু লম্বা টাইপ জিনিস। ধরা যাক তার নাম লোকমান)

লোকমান                ভাই এই জিনিসটা একটু আপনার দোকানের ভেতরে রাখুনতো।

(মদন ইতস্তত করে জিনিসটা নিয়ে ভেতরে রাখবে। গাড়ি চলে যাবে। লোকমান বসবে মাথা ঘুড়িয়ে গাড়িটাকে এক নজর দেখতে পারে)

মাদন                      স্যার চা দিমু?

লোকমান                দিন, চা দিন।

মাদন                      স্যারের পরিচয়?

লোকমান                (লোকমান হেসে উঠল)

মদন                      স্যার হাসলেন যে?

লোকমান                হাসলাম কারণ আপনাদের এই গ্রামে ঢুকতে ঢুকতে আপনাকে নিয়ে ছয় জন আমার পরিচয় জানতে চাইল।

মদন                      এউডা গ্রাম দেশের নিয়ম অচেনা কাউরে দেখলে জিগাইব...

লোকমান                      আমার নাম লোকমান... (চা দিবে মদন । চা নিতে নিতে  
মদনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার সুরে বলবে) আসলে নামে  
নয় কাজেই মানুষের পরিচয় হওয়া উচিত... কি বলেন?  
মদন                              জি স্যার, খাডি কথা কইছেন...

১১

(চা খাচ্ছে লোকমান এই সময় এলাকার নব্য সন্ত্রাসী চেয়ারম্যানের ডান বাম  
হাত ধরে ইদ্রিস আর ধলা ঢুকবে । তারা লোকমানকে উপেক্ষা করবে বা  
খেয়াল করবে না ।)

ইদ্রিস                              কিরে মদনা ট্যাক্স-ম্যাক্স বুলে দিবার চাস না  
আইজকাল? খালি পিসলায়া যাস?

মদন                              (বিনীত ভাব) কি কন ওস্তাদ গত মাসেওতো দিলাম ।

ইদ্রিস                              দেহিস মাগুর মাছের মতো খালি পিছলাইস না... পরে  
ছাই দিয়া যহন ধরমু মজা টের পাবি... ।

(ওদিকে ধলা প্লসিটিকের বয়াম খুলে কেক বা বিস্কিট খেতে শুরু করেছে)

ইদ্রিস                              সিগারেট দে

(একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় ইদ্রিস)

ইদ্রিস                              ঐ হারামজাদা একটা দেস ক্যা? পেকেটটা দে মেস  
দে...

(তাই দেয় মদন সে হতাশ কারণ পয়সা পাবে না)

১২

(ওরা চলে যাচ্ছে ...)

লোকমান                      ওরা তোমাকে টাকা দিল না যে?

মদন                              (মুখে আঙুল দিয়ে) শশশ...চুপ

(কিন্তু ইদ্রিস শুনে ফেলেছে । সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ফিরে  
আসে)

ইদ্রিস                              কি কইলি?

লোকমান                      কি কইলি না বলুন কি বললেন? ...বললাম যে আপনারা  
এখানে এই খেলেন তার দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছেন  
বিষয় কি? ওর দোকানে লেখা আছে বাকি চাহিয়া লজ্জা  
দিবেন না ওতো মনে হয় বাকি দেয় না!

ধলা                              ঐ সাবধান... মুখ সামলায়া কথা ক...বসরে চিনস?

লোকমান                   তুই তোকারী করবা না। ওর যা বিল হইছে দিয়ে  
 যাও...এই যে ভাই (মদনকে) আপনার কত বিল  
 হয়েছে?

মদন                   (ভীত) স্যার বাদ দেন ওস্তাদ আপনারা যান।  
 (ইদ্রিস প্রচণ্ড খেপেছে। পিছনে হাত দেয়। দেখা যাবে  
 পেন্টের পেছনে একটা ড্যাগার গোজা সেটা ঝট করে  
 বের করে সে। ইদ্রিসের হাতে ছোরা দেখে উঠে দাঁড়ায়  
 লোকমান)

লোকমান                   (মদনকে) আমার জিনিসটা দিনতো... (হাত বাড়ায়)  
 (ইদ্রিসের দল দোকানের তাকে রাখা কাগজে মোড়ানো  
 লম্বা জিনিসটা খেয়াল করে এবং কি ভেবে পিছিয়ে যায়।  
 ছোরাটা পকেটে ঢুকিয়ে একটা একশ টাকার নোট ছুঁড়ে  
 দেয় মদনের দিকে। ওরা চলে যায়)  
 (ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে  
 লোকমান। তাকে ভীত চোখে খেয়াল করে মদন)

১৩

(চেয়ারম্যানের বাড়ি। তিনি দুএকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই  
 সময় ইদ্রিস আর ধলা ঢুকবে। ইদ্রিস কানে কানে কিছু বলবে।)

চেয়ারম্যান                   এই তোমরা এখন একটু যাও  
 (সবাই উঠে যাবে)

চেয়ারম্যান                   ঐ তোরে না কইছি লোকজনের সামনে কানাকানি করবি  
 না।

ইদ্রিস                   কি করমু ঘটনা সিরিয়াস তাই...

চেয়ারম্যান                   কি হইছে ক।

ইদ্রিস                   স্যার একটু সমস্যা হইছে।

চেয়ারম্যান                   সমস্যাটা কি?

ইদ্রিস                   এলাকায় মনে হয় বড় সন্ত্রাসী ঢুকছে।

চেয়ারম্যান                   মানে?

ইদ্রিস                   মানে বাইরের সন্ত্রাসী... একটা সাদা মাইক্রোতে কইরা  
 আসছে?

চেয়ারম্যান                   সাদা মাইক্রো? (তার সেই স্বপ্নের দৃশ্যটা দেখবে এক  
 ঝলক... সাদা মাইক্রোতে করে নামছে সে।)

ইদ্রিস                      জি ওস্তাদ, খবর পাইলাম ।  
 চেয়ারম্যান            কি চায়?  
 ইদ্রিস                      চায় না কিছু ভাবে বুঝলাম বড় অস্ত্র নিয়া ঢুকছে ।  
 চেয়ারম্যান            কোন দল?  
 ইদ্রিস                      কোন দল ঠিক ধরতে পারলাম না । তো আমাগো দল  
                                  না ।  
 চেয়ারম্যান            তোমরা কি কর? ঘাস কাট? (হঠাৎ খেকিয়ে ওঠে  
                                  চেয়ারম্যান)  
 ইদ্রিস                      আপনি বললে তাও কাটব...আসলাম পরামর্শের জন্য...  
                                  (বিরক্ত চেয়ারম্যান ইশারায় কাছে ডাকবে । তারপর  
                                  ওদের সঙ্গে ফিস ফাস করবে ...)

১৪

(ইদ্রিস আর ধলা হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে । ইদ্রিস আগে ধলা পিছে । ধলা  
 হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে)

ধলা                      ওস্তাদ? (সে আকাশের দিকে তাকিয়ে)  
 ইদ্রিস                      কি হইল?  
 ধলা                      ওস্তাদ ঐ দেখেন?  
 ইদ্রিস                      কি দেখুম?  
 ধলা                      শকুন... আমাগো গেরামের আকাশে কখনো শকুন দেখি  
                                  নাই... এই পরথম দেখলাম...কেস কইলাম খারাপ  
                                  (ইদ্রিসও তাকাবে সে কিছু দেখবে না । খিস্তি করবে)  
 ইদ্রিস                      কিসের কেস খারাপ... আগে বাড়া...  
                                  (ধলা আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটবে ।  
                                  উপরের আকাশে একটা শকুন দেখানো যেতে পারে বা  
                                  ঢিল)

১৫

(সেই পুকুর পার । প্রেমিক মনসুর ছিপ নিয়ে বসে আছে । মাছ ধরায়  
 মনোযোগ নাই । সে ঘড়ি দেখবে এদিক ওদিক তাকাবে এ্যাজ ইফ ...প্রেমিকা  
 মিনাকে খুঁজছে ।)

(ঐ দিনের মতো পুকুরে ঢিল পড়বে । খিলখিল হাসি শুনা যাবে । মনসুর খুশি  
 মনে উঠে দাঁড়াবে দেখা যাবে প্রেমিকা না গ্রামের তরুণী পাগলী যমুনা)

পাগলী                    হি হি ...কার লাইগা পুকুর পারে বইসা আছ? আমি জানি...  
 মনসুর                    এই পাগলী যাও যাও...  
 পাগলী                    ক্যা যামু কা? এইডা তোমার জায়গা... তোমার জমিদারী?  
 মনসুর                    আহ যাওতো এখান থেকে...  
 পাগলী                    তাইলে ট্যাকা দেও...  
                                  (মনসুর বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে)  
 পাগলী                    (টাকা দেখে) এহ ময়লা টাকা ...নিমু না পরিষ্কার টাকা দেও ।  
 মনসুর                    আহ এতো মহা ভেজাল গুরু করেছে... গেলি...?  
 পাগলী                    একটা কথা কমু?  
 মনসুর                    কি কথা?  
 পাগলী                    আমার লগে প্রেম করবা? হি হি হি...(হাসতে হাসতে চলে যায় । একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রেমিক । ঘড়ি দেখে প্রেমিকা আর আসে না ।)

১৬

(মনসুর ছিপ হাতে চলে যেতে থাকবে । হঠাৎ একটা বড় গাছের আড়াল থেকে একটা গাছের ভাঙা ছোট ডাল বের হয়ে তাকে বাধা দিবে । দেখা যাবে মিনা!)

মনসুর                    কি হলো? এতক্ষণে আইলা? আমিভো চইলা যাইতে আছিলাম ।  
 মিনা                    তা যাও আটকাইছে কে?  
 মনসুর                    এত দেরি করলা যে?  
 মিনা                    ঘরে কাম কাজ থাকে না? তাছাড়া...  
 মনসুর                    তাছাড়া?  
 মিনা                    তাছাড়া বাসা থিকা বের হতে দেয় না...  
 মনসুর                    কেন?  
 মিনা                    কেন তুমি জান না গ্রামে নাকি কারা সব ঢুকছে ... বড় সন্ত্রাসী... মদনের দোকানে বইসা পুরা গ্রাম আটকায়া দিছে!

মনসুর                      ওফ তোমার কানেও এই খবর চইলা আসছে?  
 মিনা                        আসবে না কেন? আমি কি গ্রামে থাকি না?  
 মনসুর                      (চিন্তিত) এতো দেখি ভাল প্যানিক ছড়াইছে চারিদিকে ।  
 মিনা                        ঘটনা কি বলতো?  
 মনসুর                      ঘটনা আমিও পরিষ্কার না      কেউ একজন ঢুকছে গ্রামে  
                                  এইটা ঠিক কিন্তু      কেন ঢুকলো, কি বৃত্তান্ত জানি না ।  
                                  মনে হয় ...  
 মিনা                        কি মনে হয়?  
 মনসুর                      একটা বড় ব্রীজের কাজ নিয়া তিনচারটা দ্বল ভাগাভাগির  
                                  খেলায় নামছে... নানান লোকের আনাগোনা...  
 মিনা                        আমাদের এখানে কিসের ব্রীজ? নদী নালা নাই...  
 মনসুর                      (হাসি) নদী ছাড়াও কখনো কখনো ব্রীজের দরকার হয়  
                                  যখন...  
 মিনা                        (হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে) দেখ দেখ...  
 মনসুর                      কি? (সেও তাকাবে)  
 মিনা                        শকুন  
 মনসুর                      কই শকুন      এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? শকুনতো  
                                  আকাশেই উড়বে...  
 মিনা                        তাই বলে আমাদের গ্রামের আকাশে?  
 মনসুর                      সমস্যা কি?  
 মিনা                        আমার ভয় লাগছে... এটা খারাপ লক্ষণ... গ্রামে বিপদ  
                                  আসছে...  
                                  (মিনার ভীত মুখের উপর ক্যামেরা ক্লোজ)

১৭

(ইদ্রিস সাজপাজ নিয়ে বসে আছে । ধলা ঢুকবে, চিন্তিত)

ইদ্রিস                      খবর কি?  
 ধলা                        ঐ লোকতো এখনো বয়া আছে ।  
 ইদ্রিস                      মানে?  
 ধলা                        মানে রাতেও ঐ দোকানের বেঞ্চে শুয়া বয়া ছিল ।  
 ইদ্রিস                      কস কি? ঘটনা কি?

ধলা তাইলেই বুঝেন... আমারতো মনে হয়...  
 ইদ্রিস কি মনে হয়?  
 ধলা মনে হয় এই গেরাম সে আটকায়া দিছে ... কেউ বাইরাইতে গেলে ঠুস, ঢুকলেও ঠুস (হাতে গুলি করার ভঙ্গি করবে)  
 ইদ্রিস (চিন্তিত) হুম... বুইঝা গেছি আমগো এন্টি পার্টির কাম... গেরাম আটকায়া ঐ দিকে কাজ হাসিল করব।  
 ধলা কোন কাম?  
 ইদ্রিস আরে গাধা বোঝস না? কোটি ট্যাকার টেন্ডার ড্রপ করব... ঐ ব্রীজের কাম হাতানোর ধান্দা...  
 ধলা বস একটা কথা কমু।  
 ইদ্রিস কি কথা?  
 ধলা এই যে ব্রীজের কথা কন... ব্রীজটা হইব কোথায়? আমিতো এই গ্রামের আশপাশে কোটি টাকার ব্রীজ হওয়ার মতো কোন নদী-নালা দেখি না!  
 (ইদ্রিস হো হো করে হাসে)  
 ধলা হাসেন কেন?  
 ইদ্রিস নদীর উপর ব্রীজ হইলে লাভ বেশি না নদী ছাড়া ব্রীজ হইলে লাভ বেশি?  
 ধলা বুজছি বুজছি ... আর কইতে হইব না।  
 (এই সময় হুট করে পাগলী ঢুকবে)  
 পাগলী (হাতে গুলি করার ভঙ্গি করে মুখে বলে) ঠুস... ঠুস...  
 ইদ্রিস এই পাগলী আবার কই থাইকা আইল পুরান পাগল ভাত পায় না নতুন পাগল আমদানি...  
 ধলা আরে এই পাগলী ...কয় দিন ধইরাই গেরামে ঘুরতাছে... ঐ পাগলী ভাগ...  
 পাগলী ভাগমু ক্যা? তোমার জায়গা না জমিদারী? এহ?? ...ঠুস (গুলি করার ভঙ্গি করে)  
 ইদ্রিস কি হইছে? ঠুস ঠুস করছ ক্যা?  
 পাগলী গেরামে বিরাট সন্ত্রাসী ঢুকছে...তোমরা শ্যাষ।  
 ইদ্রিস (স্বগত) দেখছস পাগলী পর্যন্ত বুইঝা গেছে গেরামে সন্ত্রাসী ঢুকছে...

(পাগলী ইদ্রিসের হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে  
টানতে টানতে ঠুস ঠুস করতে করতে চলে যাবে)  
ইদ্রিস এই তোমরা সব যাও বিকালে দেখা কইরও ।  
(সবাই চলে যাবে । শুধু ধলা বসা)  
ইদ্রিস শোন ত্যানা চোরারে দিয়া কাজ হাসিল করতে হইব ।  
আইজ রাতেই...  
ধলা যদি ঐ লোক দোকানে না থাকে?  
ইদ্রিস আমার বিশ্বাস থাকব আর না থাকলে অন্য ব্যবস্থা  
নিতে হবে ।

১৮

(মদনের দোকান । লোকমান বসা)  
মদন স্যার দোকানতো বন্ধ করতে হয়  
লোকমান কর ।  
মদন আপনার জিনিসটা?  
লোকমান দোকানেই থাক ।  
মদন স্যার বিষয়টা বুঝলাম না দুই দিন ধইরা আমার  
দোকানে আপনি বসা কি বিষয় কি বৃত্তান্ত...  
গেরামেতো ফিস ফাস শুরু হয়ে গেছে...  
লোকমান আমাকে নিয়ে?  
মদন জি ।  
(হেসে উঠবে)  
লোকমান না চলে যাব কালই চলে যাব... তোমাদের গ্রামে আর  
টুকা হল না ভেবেছিলাম...  
মদন কি ভাবছিলেন?  
লোকমান কাল বলব...তুমি দোকান বন্ধ কর ।

১৯

(সময় নিয়ে দোকানের ঝাপ ফেলে মদন । তারপর 'স্যার আসি' বলে হেঁটে  
চলে যায় । বাইরে বেঞ্চে একা বসে থাকে লোকমান ।)



২০

(পাগলী আসে। চুপচাপ ভঙ্গি তার।)

পাগলী                      আপনি পালান।

লোকমান                (একটু চমকে) তুমি কে?

পাগলী                      আমি পাগলী... যমুনা...

লোকমান                পালাব ক্যান?

পাগলী                      আপনারে খুন করবো।

লোকমান                কে খুন করব?

পাগলী                      যে করার সেই করব...

লোকমান                আচ্ছা... কিন্তু তুমিতো পাগলের মতো কথা বলছো না!

পাগলী                      পাগলরা কেমন কথা বলে?

লোকমান                (সরে বসে) বস তোমার সঙ্গে গল্প করি...

পাগলী                      এহ... শখ কত আমার লগে গল্প করব... আমারে বিয়া করবা?

লোকমান                করতে পারি... আমি এখনো আনম্যারেড...

পাগলী                      সত্যি?

লোকমান                হ্যাঁ সত্যি...

(পাগলী মাথায় ঘোমটা দিয়ে শান্ত হয়ে মাটিতে লোকমানের পায়ে ধরে সালাম করে)

লোকমান                এই কর কি? কর কি?

পাগলী                      সালাম করি আপনে আমার স্বামী না? যাই আপনার জন্য খাবার নিয়া আসি...(সে শান্ত ভঙ্গিতে চলে যায়।)

(উচ্চস্বরে হেসে উঠে লোকমান। বুড়া আঙুল তুলে দেখাবে যার অর্থ পাগলীর অভিনয় ভাল হচ্ছে। কারণ পাগলী তার লোক)

২১

(মদন ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকে আটকাবে ইদ্রিসের দল।)

ইদ্রিস                      ঐ মদনা খাড়া।

মদন                        আ-আমারে আটকাইলেন কেন?

ইদ্রিস                      তোঁর দোকানে ঐ লোক এখনো আছে?

মদন                        জে আছে।

ইদ্রিস                      হে চায় কি?

মদন                      কি চায় কেমনে কমু? শুধু বইসা থাকে...  
 ইদ্রিস                  আর তুমি খালি চা বিস্কুট খাওয়াও...  
                               (মদন আড় চোখে দেখে ইদ্রিস আর ধলার সাথে মুখ  
                               ঢাকা আরেকজন । সে একটু আড়ালে আছে)  
 মদন                      আমি কি করুম?  
 ইদ্রিস                  আর ঐ জিনিসটা কই কাগজ প্যাঁচানো?  
 মদন                      দোকানের ভেতরেই আছে...  
 ইদ্রিস                  হুম      যা বাড়ি যা... ডাইনে বামে চাবি না... একদম  
                               সোজা... মনে রাখিস আমগো লগে কিন্তু তোর দেখা হয়  
                               নাই ।  
                               (মদন চলে যায় । যাওয়ার আগে মুখ ঢাকা লোকটাকে  
                               দেখার চেষ্টা করে । চিনতে পারে না)

২২

(মদন চলে যেতেই । মুখ ঢাকা লোকটা মুখের কাপড় সড়িয়ে বিড়ি ধরায় ।  
 সে ত্যানা চোরা)  
 ইদ্রিস                      ত্যানা চোরা?  
 ত্যানাচোরা              কয়া ফালান ।  
 ইদ্রিস                      (ইশারা করে) তাইলে তুই যা... আগে বাড়ি...  
 ত্যানাচোরা              কিছু দিবেন না...?  
 ইদ্রিস                      বায়না কইরা ইদ্রিস মিয়া কাম করায় না...  
 ত্যানাচোরা              আচ্ছা যাই... (ত্যানাচোরা আগায় । আবার থমকে  
                               দাঁড়ায়)  
 ইদ্রিস                      কি হইল?  
 ত্যানাচোরা              কাম শেষ হইলে কিন্তু পুরাডা দিবেন ।  
 ইদ্রিস                      আরে হইবনে যা না...  
                               (ত্যানাচোরা এগিয়ে যায় । দেখা যায় তার চাদরের নিচ  
                               থেকে বের হয়ে আছে একটা রাম দার মাথা । সে  
                               লোকমানকে খুন করতে যাচ্ছে ।)

(রাতের দৃশ্য। পিছনে গোলচাঁদ একা একা বসে আছে লোকমান দোকানের বেঞ্চে। এই সময় একটা ছায়া মূর্তি এসে লোকমানের সামনে দাঁড়াবে।)

লোকমান                    এই তুমি কে?

চোর                        আমি ত্যানাচোরা।

লোকমান                    এরকম অদ্ভুত নামের কারণ?

চোর                        আগে ত্যানা ম্যানা যাই পাইতাম চুরি করতাম... তাই লোকজন নাম দিছে।

লোকমান                    এখন কর না?

চোর                        না, এখন সাহস কিছু বাড়ছে।

লোকমান                    তা আজ কি কাজে বের হয়েছ?

চোর                        তা ধরেন গিয়া এখন কন্টাকে কাম করি।

লোকমান                    আজকের কন্টাক কি?

চোর                        আজকের কন্টাক আপনে...

লোকমান                    আমারে খুন করবা?

চোর                        ঐরকমই ...

(ত্যানাচোরা গায়ের চাদরের ভেতর থেকে বা আড়াল থেকে একটা বড় রাম দা বের করে)

লোকমান                    শোন ...

চোর                        বলেন যা বলার জলদি বলেন।

লোকমান                    যে খুন করে    সে প্রথম চাঙ্গেই করে।

চোর                        এর ব্যতিক্রমও আছে।

লোকমান                    তা আছে... তবে এই গ্রামে নাই    আমি দশ পর্যন্ত

গুনবো এর মধ্যে তুমি এই জায়গা থেকে ভাগবা...এক

চোর                        (একটু নার্ভাস। কনফিউজড) স্যার আপনি কোন পার্টি?

লোকমান                    দুই...

চোর                        (নার্ভাস) স্যার কোন দলের একটু আওয়াজ দেন।

লোকমান                    তিন...

চোর                        স্যার... (হঠাৎ তাকে আর দেখা যায় না। সে নিঃশব্দে পালিয়ে যায়)

(লোকমান মৃদু হেসে ফিসফিস করে নিজেকে বলে, 'হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল... অটো সাজেশন')

(সেই পুকুর পার । প্রেমিক একটা মাছ ধরছে । ছটফট করছে মাছটা । প্রেমিক উঠানোর চেষ্টা করছে । খিলখিল হাসির শব্দ প্রেমিকা মিনা এসেছে ।)

- মিনা                      যাক শেষ পর্যন্ত একটা মাছ ধরছেন?
- মনসুর                  শোন ভাল খবর আছে.... শুধু মাছ না একটা ভাল চাকরিও ধরছি ।
- মিনা                      সত্যি?
- মনসুর                  হ্যাঁ...আমার চাকরি হইছে ঢাকায়... পরশু জয়েনিং... কালকেই যাচ্ছি ।
- মিনা                      বলেন কি কালকেই?
- মনসুর                  হ্যাঁ...এদিকে আমার বাবা-মা তোমাদের বাসায় যাবে...বিয়ের পয়গাম নিয়া । মাছ নিয়া যাইতে হয় না? নাও মাছটা এখনই দিয়া দিলাম ।
- মিনা                      ধুর...
- (ধরাধরিতে মাছটা ছিটকে পুকুরে পড়ে চলে যায় । দুর্জনেই হেসে উঠে)
- মিনা                      কিন্তু কাল যাইবেন মানে? ঐ লোকতো এখনো যায় নাই?
- মনসুর                  কোন লোক?
- মিনা                      বাহ ঐ যে মদনের দোকানে বসা সেই সন্ত্রাস যে পুরা গ্রাম আটকায়া দিছে ।
- মনসুর                  আরে কি বল একটা লোক গ্রাম আটকায়া দিতে পারে নাকি ...যতসব ফালতু কথা ।
- মিনা                      ফালতু কথা? তাহলে তুমি একবারও গেছিলে ঐ দিকে?
- মনসুর                  না তা যাই নাই...
- মিনা                      কেন যাও নাই?
- মনসুর                  না মানে... এমনি... দরকার হয় নাই...
- মিনা                      আসলে তুমিও ভয় পাইছ শুধু তুমি না গ্রামের সবাই কম বেশি ভয় খাইসে... কালকা নাকি ইদ্রিসরা ঐ লোকের উপর হামলা চালাইব ...
- মনসুর                  হুম (চিন্তিত) গ্রামে নানারকম গুজব বাইর হইতাছে... এইডা খারাপ ।

২৫

(চেয়ারম্যানের বাসা । ইদ্রিস আর ধলা...উপস্থিত)

ইদ্রিস (ফিসফিস করে) স্যার কেসতো খারাপ, ত্যানা চোরা  
ওরে মারতে পারেনি...

চেয়ারম্যান ক্যান?

ইদ্রিস বুঝতে পারলাম না...ত্যানাচোরা গ্রাম ছাইড়া ভাগছে ।

চেয়ারম্যান হুম । ঐ ব্যাড়া কই?

ইদ্রিস এহনো মদনার দোকানে ।

চেয়ারম্যান আর অস্ত্রডা?

ইদ্রিস মদনার দোকানেই...

চেয়ারম্যান হুম... চলতো...

ইদ্রিস সত্যি আপনি যাইবেন?

চেয়ারম্যান উপায় কি? পুরা গ্রামডারে জিম্মি করছে ব্যাডায়...আমার  
একটা দায়িত্ব আছে না? এই গ্রামের চেয়ারম্যান আমি...  
এলাকার অভিভাবক আমি ।  
(ড্রয়ার খুলে একটা পিস্তল পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকায়)

২৬

(মদনার দোকান । লোকমান বসা)

মদন (উঁকি মেরে দেখে) সর্বনাশ!

লোকমান কি হইছে?

মদন চেয়ারম্যান সাহেব আসতেছে...সাথে সন্ত্রাসী ইদ্রিস

লোকমান যাক অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিবাদে...

মদন স্যার কি কইলেন?

লোকমান না তেমন কিছু না

(উঠে দাঁড়ায় লোকমান, চেয়ারম্যান এসে দাঁড়িয়েছে  
তার এক হাত পকেটে । দুই পাশে দুই সন্ত্রাসী ইদ্রিস  
আর ধলা । ইদ্রিসের গায়ে চাদর তার ভেতরে কাটা  
রাইফেল)

লোকমান স্লামালিকুম চেয়ারম্যান সাহেব আপনার অপেক্ষায়ই  
ছিলাম ।

চেয়ারম্যান (অবাক) আমার অপেক্ষায়?

লোকমান জি...আপনি আজ না আসলে আমিই যেতাম আপনার কাছে ... এই মদন ঐ জিনিসটা দাও ।  
(মদন জিনিসটা দেয় । চেয়ারম্যান আর ইদ্রিস সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র বের করে)

চেয়ারম্যান খবরদার...

(ততক্ষণে লোকমান জিনিসটার মোড়ক খুলে ফেলেছে । দেখা গেল সেটা একটা সাধারণ ছাতা । সবাই হতভম্ব!)

চেয়ারম্যান (হতভম্ব) ছাতা?

লোকমান জি আপনার জন্য একটা ছাতা এনেছি । স্বামান্য ছাতা । আমাদের সমাজে ছাতা কিন্তু একটি সিম্বলিক এলিমেন্ট । আপনিতো এই এলাকার চেয়ারম্যান, বলা যায় ...এলাকার অভিভাবক... তাই না?

চেয়ারম্যান (অবাক) জি জি ।  
(হতভম্ব চেয়ারম্যান সিচুয়েশন বুঝে পিস্তল পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে । ইদ্রিসও লুকিয়ে ফেলেছে কাটা রাইফেল)

লোকমান আপনি অনেকটা এই এলাকার ছাতার মতো বিশাল একটা ছাতা কি বলেন? জনগণের সুখ দুখ আপনিইতো ঠেকাবেন তাই না?

চেয়ারম্যান জি জি ।

লোকমান সত্যি কথা বলতে কি আমি সাইকোলজির ফাইনাল ইয়ারের একজন ছাত্র । আমার এক ক্লাসমেটকে নিয়ে এই গ্রামে একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম । মাস পিপলের উপর একটা সাইকোলজিক্যাল চাপ সৃষ্টি করে... বিহ্যাভেরিয়াল এ্যাপ্রোচ... বিষয়টা একটু জটিল কিন্তু ...ইন্টারেস্টিং । একটা হাইপোথিসিস কি করে আস্তে আস্তে ...  
(এই সময় কয়েক কাপ চা নিয়ে মদন ঢুকবে ফ্রেমে । চেয়ারম্যানের দিকে বাড়িয়ে দিবে এক কাপ । আলোচনায় ছেদ পড়বে)

মদন চেয়ারম্যান সাব চা নেন ।  
(লোকমানও চা নিবে । ইদ্রিস ধলাও চা নিবে)

চেয়ারম্যান (চায়ে চুমুক দিয়ে) তাইলে আপনার এই গবেষণায় কি প্রমাণ হইল?

লোকমান কিছুই প্রমাণ হল না আবার অনেক কিছুই প্রমাণ হল... বোঝা গেল মানুষ এখনো... আসলে একা... সে তার নিজের কাছেও অচেনা ...আর একা...

ইদ্রিস (বিড় বিড় করে । সে বিরক্ত ।) এহ ...কি সব মারফতি কথা শুরু করছে...

২৭

(সেই সাদা মাইক্রোতে করে ওরা ফিরে যাচ্ছে । ওরা মানে লোকমান আর পাগলী যমুনা । যমুনা আসলে লোকমানের ক্লাশমেট)

যমুনা আমার অভিনয় কেমন হয়েছে?

লোকমান অসাধারণ! একশতে দেড়শ...

যমুনা ধেং ঠিক করে বল?

লোকমান ঠিক করেই বলছি... অসাধারণ...তুই গ্রামের এলিমেন্টের সাথে একদম পারফেক্টলি মিশে গেছিস ।

যমুনা কিন্তু তোর কি মনে হয় আমরা যা করতে চেয়েছি সেটা পেরেছি?

লোকমান অবশ্যই ...আমাদের থিসিস কি ছিল সমষ্টিগত মানুষের মনোজগতিক চাপে বিহ্যাভেরিয়াল অ্যাপ্রোচ আমরা সেটাই করেছি... গ্রামের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা গ্রামবাসীর ওপর আলাদা আলাদা সাইকোলজিক্যাল একটা চাপ সৃষ্টি করেছি ...একদম প্র্যাকটিক্যালি... আমার কি মনে হয় জানিস?

যমুনা কি?

লোকমান শেষে চেয়ারম্যানকে একটা ছাতা দিলাম না?

যমুনা হ্যাঁ...

লোকমান লোকটা কিন্তু বদ, দেখলি না পিস্তল বের করল ।

যমুনা হ্যাঁ, যদি গুলি করে বসত? তুই কিন্তু অনেক রিস্ক নিয়েছিস ।

লোকমান রিস্ক তুইও কম নিস নি...তো যা বলছিলাম... আমার ধারণা লোকটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে...আমি অভার সিওর...

যমুনা

লোকমান

ঐ একটা ছাতার জন্য?

শুধু ছাতা বলছিস কেন? ওটাতো ঐ মুহূর্তে একটা সোশাল এলিমেন্ট... দুই দিনের আই মিন আটচল্লিশ ঘণ্টার একটা টানা রেজিওনাল মাস সাইকো প্রেসারের পর ... ওটা একটা রিলিফ... একটা সিম্বল...

যমুনা

ভাল ভাল... লোকটা ভাল হলেতো খুবই ভাল...

২৮

(চেয়ারম্যান ছাতাটা খুলে মাথার উপর ধরে তার ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে)

ইদ্রিস

(বিরক্ত) স্যার কি দেখেন?

চেয়ারম্যান

দেখি ...ছাতাটারেই দেখি।

ইদ্রিস

(বিরক্ত) ছাতা দেখার কি আছে?

চেয়ারম্যান

দেখতে জানলে দেখার আছে... আয় না তোরা সব ছাতার নিচে আয়... দেখ...

চেয়ারম্যান ছাতাটা উঁচু করে ধরে। আশপাশ থেকে দু একজন মজা পেয়ে ছাতার নিচে এসে দাঁড়ায়।

ইদ্রিস

(বিরবির করে) শালার চেয়ারম্যানের মাথা খারাপ হইছে। ছাতার বিজ্ঞাপনে নামছে।

(সে চলে যেতে থাকে। আর চেয়ারম্যান ছাতাটা উঁচু করে ধরে ঘুরতে থাকে। মজা পেয়ে তার আশপাশের লোকজনও চেয়ারম্যানের সাথে ঘুরতে থাকে। দুয়েকটা বাচ্চাও যোগ দেয় এই খেলায়...)